পলোনাথ কোম্পানি

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক





পলোনাথ কোম্পানী
মঞ্চঃ নাটক
রচনাঃ ডঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

প্রথম প্রকাশঃ ১৪০০ সাল, ইংরেজী ১৯৯৩
অলংকরণ পরিকল্পনাঃ শুচি সৈয়দ
প্রচ্ছদ ও অংকনঃ মমিন উদ্দিন খালেদ

ইবুক প্রকাশনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
মূল্যঃ USD=2/-, টাকা=২০০/-

Polonath Company
Stage Drama

পলোনাথ কোম্পানি

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক



চরিত্র

মঞ্চে প্রবেশ ক্রমানুসারে-

ছরোন, গয়া, শমশের, বলাই, চন্দ্রমুখী, বেনু দাস, তুফান মোয়াজ্জেন, সন্ধা, নয়ন ঢুলী, মানিক, শিবু মাস্টার, ১ম গ্রাম্য নেতা, ২য় গ্রাম্য নেতা, ৩য় গ্রাম্য নেতা, গ্রামবাসী।

এই নাটক যে কেউ আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তন করে নিজ নিজ অঞ্চলে মঞ্চায়ন করতে পারবেন -এর জন্য লেখকের কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

ইতোপূর্বে 'সংকেত' নামে পাবনা থিয়েটার এবং ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়েছে।



১

বেনুর বাড়ীর বহিরাঙ্গন। জোসৃন
কুকুরের কান্না। তা ছাপিয়ে দূর
ভেসে আসে দ্রুত লয়ে যাত্রার ব
এর মাঝে মানুষের কোলাহল
মঞ্চের দিকে এগিয়ে আস
কোলাহল- বিক্ষুব্ধ কিছু চাষী:

ছরোন : তো'রে ঢুকপ্যার দিবি কোন দুঃখী?

গয়া : ক্যা, আমরা গিরামের মানুষ লয়?

শমশের : আমা'রে কি যাত্রা থে'টার দ্যাখপ্যার ম

ছরোন : ফহিরির আবার যাত্রা দ্যাহার সখ, হেহ্! ও সখ ছিহ্যায় তুলে থুগারে— তুলে থুগা!

বলাই : প্যাচাল থামা, বেনুদা, বেনুদা,

নেঃ চন্দ্র : কিডা ডাহে?

শমশের : বৌদি আমরাই, বেনুদা কি আ

নেঃ চন্দ্র : শিবু মাস্টেরের বাড়ীৎ গেছে—

ছরোন : বসে পড় সগলে, শালার দুরলচ্ছনের দল। বৌদি, হুঁকে-তামুক কি আছে?

নেঃ চন্দ্র : দিচ্ছি— বসো।

শমশের : শরিলীর মদ্যি আমার আগুন জ্বলতেছে, এতবড় সাওস শালার— ঘাড়ে হাত দেয় ছরোন বাই, মুখ ফুটে কই নাই, তালুকদারের ঐ ট্যারা ছাওয়াল নাম যিন্ কি?

গয়া : পদ্মচুনা-

বলাই : পদ্মচুনা লয়হে, পদ্মলোচন।

শমশের : পদ্মচুনা হোক আর পদ্মলোচনই হোক- ঐ শালার ছাওয়াল, তিন দিনির ছ্যাড়া ল আমার প্যাটে মারে লাটি দিয়ে বুক্‌চা।

গয়া : গরীব বুলে কি আমা'রে মান-সুন্মান নাই?

(হুঁকার কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী : প্যাটে ভাত না থাকলি আবার মান-সুন্মান জাত-বিজাত— কি হয়ছে গো তুমা

ছরোন : আর কয়েনা বৌদি, (হুঁকা নেয়) গিছিলেম যাত্রা দ্যাহার জন্যি।

চন্দ্রমুখী : চারদিক আহাল, মানুষ মরে পথে-ঘাটে, আর তুমরা যাও যাত্রার আসরে? 'তাবো'ধয় হল্যানা?

গয়া ঃ হেহ্, গেটের সামনে যাতিই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলে।

শমশের ঃ জোড়হাত করে ক'লেম, বাবু আমা'রে ইটু ব্যবস্থা হরেন, তে শালা দিলে আমার ঘাড়ে হাত, আমরা যিন কুত্তের দল।

বলাই ঃ হৈ হৈ করে লাঠি লিয়ে মারব্যার আসলে।

চন্দ্রমুখী ঃ আর তুমরা ন্যাজ বগলে ফুট্! ভালো ভালো— (চলে যায় ভেতরে)

ছরোন ঃ আমরা জব্দ হলি তো তুমার খুশীই লাগে, বড় মজা পাও!

শমশের ঃ ও যে বেনুদা আস্যা গ্যাছে - (বেনুর প্রবেশ)

গয়া ঃ তুমার জন্যি বসে লইছি।

বেনু ঃ শুনিছি সবকথা, কি কামে মারাব্যার গিছিলি?

বলাই ঃ বোঝতো, সারাদিন মাঠে থাহি, রাতি ইটু আনান্দ পালি আয়ু বাড়ে— কোলকাতাতিন দল আয়ছে শুনেই গিছিলেম।

বেনু ঃ তা ছরোন?

ছরোন ঃ কও!

বেনু ঃ শুনলেম পদ্মলোচন তো'রে বেশ সিবা হরেছে?

ছরোন ঃ হয়, কুদর‍্যাতের ঘাড়ে হাত, শমশেরের প্যাটে লাঠির বুকচা, আর সগলে কিল থাপ্পর লাস্তা পানি?

বেনু ঃ তুই কোনডা পালু?

ছরোন ঃ আমি ফাঁকেই ছিলেম, কাছে পালি ইটু জোরে হরেই বসাতে।

বেনু ঃ তে মার খায়ে হ্যানে আইছিস ক্যা? বাড়ীৎ গেলিই পারতু?

গয়া ঃ তুমার কাছে আসি ইটু সেনে-ভালোবাসার জন্যি।

বেনু ঃ ও সব সেনে-ভালোবাসা শ্যাষ!

শমশের ঃ তাই বুলে—!

বেনু ঃ সেনে-ভালোবাসা নেই, এহন বুক ভরা ঘিন্না আছে ঘিন্না!

শমশের ঃ কি হরবো তুমিই কও?

বেনু ঃ কি আর হরবু-ভাগ্যির দোষ, কপালে আছে-মার খাস।

বলাই ঃ হয়, গরীবির ভাগ্য ছাড়া কিইবা আছে!

বেনু ঃ কি নাই হে! দুইহ্যান হাত আছে, চোখ মুখ, মাথা ভরা বুদ্ধি আছে।

শমশের ঃ তালি কও ঢোল বাজায়া জমিদার যহন ডাহে, সে ঢোলের আওয়াজে ক্যা বুহির রক্ত টালা হয়ে যায়।

বেনু ঃ সেই বিরামেরই তো ওষধ জানিনেরে, বুহির টগবগানি রক্ত ক্যা টালা হয়ে যায়।

ছরোন ঃ বৌদি, ও বৌদি-

নেঃ চন্দ্র ঃ কি কও, ডাহো ক্যা?

ছরোন ঃ ইটু এদিক আসো — সারা রাতির আসর।

বেনু ঃ রাত কয় প'র হয়ছে হিশেব আছে তোর?

ছরোন ঃ দ্যাহা যাক রাত কোবেনদ্যা যায়।

বলাই ঃ আজ সারা রাত কিত্তন হোক, না কি কও?

শমশের ঃ তাই হোক! (চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী ঃ কি হবি?

গয়া ঃ কিত্তন, কিত্তন। বনমালী তুমি পরজনমে হয়ো রাধা........

চন্দ্রমুখী ঃ থাক থাক। জংগলের শিয়েল আবার ভাববিনি। এ আবার কোন জাত ভাই, জানোয়ার ছাড়া প্যাটে খিদে লিয়ে মানুষ গায়েন গায়?

গয়া ঃ দ্যাহো বৌদি, তুমি কি কামে যিন আমাক দ্যাখপ্যারই পারোনা-আমি কি তুমার সতীন!

চন্দ্রমুখী ঃ হুঁহ, যে আমার ঢ্যাংগে ছ্যাড়া, না আছে তোর রূপ, না আছে গুন, তোর মতন সতীন পালি তো সুখ—

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ-

ছরোন ঃ আর কয়েনা বৌদি, গলায় ধুমে ঠেকে যাবে।

শমশের ঃ বৌদি, হাসা চাপলি আমার প্যাটের মদ্যি শির শির শির শির হরে।

চন্দ্রমুখী ঃ সেইজন্যি লাঠির বুকচা প্যাটে—

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ-

শমশের ঃ বাড়ীৎ অশান্তি-ভাত নাই, গমের জাউ খায়া আছি, প্যাটের ক্ষিদে ভুলে থাহার জন্যি যাত্রা দেখপ্যার গিছিলেম-সেহেনেও অপমান হইছি, আর তোরে হাসা চাপে?

ছরোন ঃ আর কয়ডা দিন শমশের তাই ধান কাটা লাগবিনি, চিন্তা কিসির— লেও. তামুক খাও-

গয়া ঃ 'আমি মরিয়া হইবো ছি নন্দের নন্দন/
তুমারে বানাবো রাধা/
বনমালী তুমি'——
কই ও বেনুদা— হারমোনিডা—

চন্দ্রমুখী ঃ কি! হারমোনি? রাত দুপুরি ভুতির উৎপাত —

ছরোন ঃ থাক, থাক-

গয়া ঃ থাক, থাক-

চন্দ্রমুখী ঃ শোন, দুইপর রাতি যদি ঝামেলা হরো— ভালো হবিননে!

বেনু ঃ আচ্ছা তুই যা-

চন্দ্রমুখী ঃ জোরে জোরে কথা কয়েনা- হা হা করে হাসেনা, আমি এহন ঘোম পাড়বো, আমার মিজাজ ভালো নাই- (চন্দ্র যেতে থাকে)

বেনু ঃ আচ্ছা তুই যা।

ছরোন ঃ আজ সব জাগাতি ফস্-

বলাই ঃ তাইতো দেখতিছি

শমশের ঃ বেনুদা!

বেনু ঃ ক

শমশের ঃ আমা'রে খাটনীর শরীল, রাতি ইটু আনান্দ ফুর্তি দরকার।

গয়া ঃ ঠিক কইছ্যাও।

ছরোন ঃ ক্যাম্বা কি হরবু, তো'রে চরণ যে জমিদার বাড়ীৎ চলেনা।

শমশের : শালির বিটি শালিরে ছুঁং লাগে।

গয়া : বাজনা চাঁদার সুমায় কোন থাহে এসব?

বলাই : লেও, আমরাই এঁটা যাত্রাদল বানাই!

গয়া : ঠিকাছে লেও।

ছরোন : ভালোই হয়, না কি কও বেনুদা?

বেনু : ঠিকাছ, বানা এঁটা দল — শালারে দ্যাহা দেই ইটু।

শমশের : বই ঠিক হরো, মহড়া কবেত্তিন তাই কও। আর কোন শালা জমিদার তালুকদারের লোক আসলি শোদ লিয়ে লেবো।

বেনু : কাল রাতি আলাপসালাপ হবিনি।

গয়া : বেনুদা আমি ক'ন (নৃত্য করে ওঠে) বনমালী তুমি——

বেনু : থাম! দিনসুমায় ভালো লয়, যদ্দিন ধান ঘরে না ওটতেছে— শান্তি নাই। চারদিক আহাল, ভাতের অভাব। দরদী ভাহাত মোহর খাঁ ইটু সাহায্য হরতেছে বুলে দু'ছে বাছি, মাও-বুনির ইজ্জত আছে। তে যাও এহন, রাত অনেক হয়েছে, কাল দেহা হবি—

ছরোন : হয়, চলো চলো।

সমবেত : চলো চলো— (সবাই চলে যায়)

পলোনাথ কোম্পানি- ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে পাবনা-সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহী কৃষকেরা। ঢুকপ্যার- ঢুকতে, ছিহ্যায়- শিকায়, দুরুলমন- দুর্তাপা, বুকচা- বোঁচা, আমা'রে- আমাদের, আহাল- আকাল, যা'ত্তিই- যেতেই, ক'লেয়- কল্লায়, ন্যাজ বগলে থুট- লেজ গুটিয়ে পালানো, দইছি- আছি, লাস্তা- নাস্তা, লেনে- স্নেহ, কোবেনদ্যা- কোনদিন দিয়ে, প'র- প্রহর, শোদ- শোধ, সিরেয়- শিশির, চাড়া- নখ, ভাটেলা- বিকালবেলা, এ'টা- একটা।



২

পাখি ডাকা ভোর। সবাই ভোরের মিষ্টি ঘুমে বিভোর। নেপথ্যে তুফান মোয়াজ্জেন এর কণ্ঠ শোনা যায়। একাকী ঘুমন্ত পৃথিবীকে ডেকে চলে।

নেঃ তুফান ঃ ও আল্লার পিয়ারা বান্দা জাগো। ও আল্লার পিয়ারা বান্দা ঘোমেন্তিন ওঠো — জাগো— জাগোরে আল্লার পিয়ারা বান্দা জাগো। ওঠো, ওঠোরে আল্লার পিয়ারা বান্দা ফজরের অক্ত বয়া গেল—

(বলতে বলতে সে মঞ্চে প্রবেশ করে -পরনে তার ছেঁড়া আলখেল্লা, টিনের ভাঙা চোং মুখে)

জাগো, জাগোরে দ্যাশের মানুষ- যারা অগোরে ঘুমায়া আছো, ওঠো ওঠোরে দ্যাশের মানুষ, সময় যে রয়া গেল- ও আল্লার পিয়ারা বান্দা — (চলে যায়)।

নেঃ চন্দ্র ঃ এসন্ধে, সন্ধে, কিলো, সেই সাঁঝ রাতি ঘুমাইছিস চারডে জাউ খায়া, প্যাটের খিদে প্যাটেই মরেছে, খিদে লিয়ে এত ঘোম পারিস ক্যাবা লো— (ঝাঁটা ঝুড়ি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে) হেহ্ সুংসার, নয় বছর কালে এ বাড়ীৎ আইছি, আর ভাত নাদার চারহী লিছি— এ চারহীর ছুটিও নাই, আমার মরণও হয় না। সহালবেলা বাসি মুহি চেঁচায়া মরি ওলো, তুরা কি উঠপু লয়— (অন্যদিকে চলে যায়, মঞ্চে সন্ধা প্রবেশ করে)

সন্ধা ঃ এ মা, (হাই তোলে) মা-

নেঃ চন্দ্র ঃ রাজনন্দনী উঠিছ্যাও -ডাহো ক্যা-

সন্ধা ঃ সহালবেলা মনডা বিগড়ে দিসনে-

নেঃ চন্দ ঃ আ-লো আমার মনওয়ালী, উঠেন ঝাড় দিবুনি কহন?

সন্ধা ঃ শলা কোনে থুইছিস-

নেঃ চন্দ্র ঃ হ্যানে আছে লিয়ে যা- (সন্ধা ঝাঁটা নিয়ে ভেতরে চলে যায়। বেনু প্রাতঃ ক্রিয়ায় তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়। বাইরে ঢোলের আওয়াজ পাওয়া যায়, নয়ন ঢুলী প্রবেশ করে।)

নয়ন ঃ ভাইসব, জমিদার বিন্দেবন চৌধুরি বেলা দশটার সময়, এই গাঁর সগল প্রজা সাধারণেক দ্যাহা হরব্যার কয়ছে—— (চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্র ঃ কি কামে, কি কামে যাবি? কালরাতি যহন পোজারা যাত্রা দ্যাহার জন্যি গিছিলে, তহন ইরা ছিলে কুত্তের দল-

নয়ন ঃ তাতো আর আমরা জানিনে, আমরা জমিদার বাবুর চারহী হরি-যা কয় তাই শুনি-

চন্দ্র ঃ পাও চাটার চারহী -হুহ্ (একরাশ বিরক্তি নিয়ে ভেতরে চলে যায়)

নয়ন ঃ অতো কতা কও কি কামে, তুমার কাম তুমি হরোগা যাও— শালা মাগী তো লয় মিনষের ভাতার— (ঢোল বাজায়ে সে জমিদারের ঘোষণা প্রচার করতে থাকে। গয়ার প্রবেশ)

গয়া ঃ থামাও হে— (বলাই ও শমশের প্রবেশ করে)

শমশের ঃ কিরে নয়না- ঘাসের নিয়ের ভাঙলেনা, পক্কির গায়েন ফুরালেনা, এতো সহালে তুই? (ছরোন প্রবেশ করে)

ছরোন ঃ খবরডা কি?

নয়ন ঃ জমিদার বাবু ডাহেছে-

বলাই ঃ কিসির জন্যি?

নয়ন ঃ কোলকাতার যাত্রাদলের ট্যাহা দেওয়া লাগবি লয়? চাঁদা দেওয়া লাগবি।

ছরোন ঃ ট্যাহা কম পড়েছে, যাত্রা দ্যাখে একজন, আর ট্যাহা দেওয়া লাগবি আমারে?

গয়া ঃ যায়ে ক'গা তোর জমিদার বাবাক, আমা'রে এহন সুংসার চলেনা-

শমশের ঃ এ শালার বেটাশালা, তোর জমিদার বাবার চোহির ছ্যাঁদা নেই? আমা'রে প্যাটে নাই ভাত আর শালার লাগেছে রং!

নয়ন ঃ তে আমাক গাল্যাও হ্যা- (বেনুর প্রবেশ)

বেনু ঃ ইয়্যাক এসব কতা কয়ে কি লাভ- যারে নয়না, তোর কামে তুই যা, ভাগ্ (নয়নের প্রস্থান।) শমশের মাঠে যাস নাই?

শমশের ঃ ঢোলের বাড়ি শুনে এদিক আ'লেম, বেনুদা-

বেনু ঃ ক।

শমশের ঃ আগের কতা মনে হতেছে, এই ধর এক বছর আগেও, ঢোলের আওয়াজ শুনলি, বুহির রক্ত টালা হয়ে যাতে— আজ কিছুই ঠিক পা'লেমনা!

ছরোন ঃ জমিদার বাড়ীৎ কি যাবো বেনুদা?

বেনু ঃ তোর মন কি কয়?

ছরোন ঃ আমার মন কিছুই কয় না!

গয়া ঃ না গেলি আবার শালা যদি .... !

শমশের ঃ কি হরবি?

বেনু ঃ চিরকাল যা হরে আসতেছে!

ছরোন ঃ আগুন দিবি ঘরে?

বলাই ঃ পোষা লাঠেল দিয়ে পিটানী শুরু হরবি- রাস্তাঘাটে অপমান হরবি? (চন্দ্রমুখী প্রবেশ করে)

চন্দ্র ঃ মানষি কয়, একই জাগায় লাঠিদ্যা বাড়েলি নাকি গোদা হয়, তা তুমরা তো অনেক দিন ধরেই মার খাচ্ছেও, তুমারে শরীল গোদা হয় নাই?

শমশের ঃ আমার শরীল গোদা হয়ছে, গেলোবার তো জমিদারের গুদেম ঘরে অনেকদিন

ছিলেম, হাত-পা'র গিড়েয় গিড়েয় মারেছে শালারা, এহন আমার শরীল ভরা বিষ!

চন্দ্র	ঃ	এ্যাতো বিষ তুমার শরীলি, কই, তুমার ফণা কই?
শমশের	ঃ	ফণা? কিসির ফণা?
চন্দ্র	ঃ	ক্যা, গোক্ষুরির বিষ আছে বুলেই তো ফণা আছে!
শমশের	ঃ	কি জানি!
গয়া	ঃ	আমার বড়দা'ক— খাজনা চাঁদার জন্যি কতা কইছিলে বুলে ফাঁসী দিলে। কয়দিন খুব কাঁদি ছিলেম, এহন আর কাঁদব্যার পারিনে।
বেনু	ঃ	ক্যা, ভুলে যাস নাই সব?
গয়া	ঃ	হে-হে চোহির পানি ফুরেলেই কি দুঃখির কতা ভুল হয়ে যায়?
বলাই	ঃ	না, ভুলি নাই, ভুল হয়না। আমিতো জানোয়ার লয়, তাও গেল বার ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে নাঙল বয়ায়ছে শালার ব্যাটা শালা— আমি সেই দিনই জানোয়ার হয়ে গিছি। এযে এই আমার হাত— জানোয়ারের ল্যাহান শক্ত চাড়া আছে।
চন্দ্র	ঃ	উয়েদ্যা কি হরবে?
বলাই	ঃ	জানোয়ারের থাবা মারার সখ হয়।
চন্দ্র	ঃ	হুঁহ্, পুরুষির দল! (চলে যেতে থাকে)
বেনু	ঃ	চন্দর, মানিক আয়ছে?
চন্দ্র	ঃ	না আসে নাই- (চলে যায়)
গয়া	ঃ	হয়, মানিক কোনে গেছে, চ্যাংড়াক তো দেহিন্যা!
বেনু	ঃ	কয়দিন হলে কোনে যে গেছে, তোর বৌদির মিজাজ তো সেইজন্যি খারাপ।
শমশের	ঃ	পরশুদিন ভাটেলা দেহিছিলেম তাক, ক্যাম্বাযেন আউলে ঝাউলে, শোত করলেম— বা'জী খবর কি? তে কোন কতাই ক'লেনা!
বেনু	ঃ	মনডা ভালো নাইরে- ছাওয়াল যে কোনে গেল?
বলাই	ঃ	তা চিন্তে হওয়ারই কতা!
গয়া	ঃ	বেনুদা, মানক্যাক খুঁজব্যার বাড়ানে লাগে!
বেনু	ঃ	যাবু কোনদিক?
শমশের	ঃ	সবদিকি খুঁজা লাগবি!
নেঃ তুফান	ঃ	আল্লার কাম হরেন, এই সুনার দেহ এক দিন মাটিৎ মিশে যাবি। ও ভাই সগল, আত্মীয়-স্বজন ট্যাহা-পয়সা সব পড়ে থাকপি। সত্যি কতা কন, সৎ পথে চলেন, দুনিয়াডা কিছু লয়- (মঞ্চে প্রবেশ) আসসালামু আলায়কুম--
ছরোন	ঃ	ওয়ালাইকুম আসসালাম, হুজুর আজ সই-সহালে ফিরে আলেন?
তুফান	ঃ	খবর আছে।
শমশের	ঃ	কি খবর হুজুর?
তুফান	ঃ	তুমার ছাওয়াল, নাম যেন কি?
গয়া	ঃ	মানিক।
বেনু	ঃ	হুজুর কন কি খবর?
তুফান	ঃ	তুমার ছাওয়াল ঠান্টা মিজাজের।
ছরোন	ঃ	মানিক কোনে হুজুর সেই কতা কন আগে।

তুফান ঃ বেহুঁশ হয়া পড়ে রয়ছে।

গয়া ঃ কোনে? কোনে?

শমশের ঃ ক'ন হুজুর।

তুফান ঃ দক্ষিণ পাড়ার রয়া বাগ্‌দীর বাড়ীর পাছতরে। (চন্দ্রমুখী প্রবেশ করে)

চন্দ্র ঃ কোনে দেখলেন হুজুর, আমার মানিক কোনে?

বেনু ঃ তাড়াতাড়ি যাওয়া লাগে ছরোন।

ছরোন ঃ দাঁড়াও— শমশের তুমরা কয়জন যাওতো!

শমশের ঃ চল-চলরে বলাই।

বলাই ঃ হহ্ তাড়াতাড়ি চলো! (ব্যস্তভাবে তারা মানিকের সন্ধানে বেরিয়ে যায়)

চন্দ্র ঃ মানিকির কি হয়েছে হুজুর কননা?

তুফান ঃ তেমন কিছু লয়, আল্লার রহমে সব ঠিক হয়া যাবি'।

বেনু ঃ চন্দর, তুই ইটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হর যা- (চন্দ্রমুখী চলে যায়)

ছরোন ঃ হুজুর ইবার কন?

তুফান ঃ না, কতা কিছু লয়, আল্লা রহম হরুক।

বেনু ঃ কি যিন ক'ব্যার চা'লেন আপনে?

তুফান ঃ হয়, ছাওয়ালডা নাপাকি খায়া বেহুঁশ হয়া পড়ে লয়ছে, বিশ্বেস হব্যার চায়না।

বেনু ঃ মানিকির মনে বড় কষ্ট হুজুর।

তুফান ঃ কিসির কষ্ট?

বেনু ঃ আপনে বোধ'য় জানেননা।

তুফান ঃ দুনিয়ার কত কিছুই তো জানিনে— ক' বাজান, কয়ে ফ্যালা।

বেনু ঃ মানিক আমার ছাওয়াল লয়।

তুফান ঃ হায় আল্লা, কস কি ব্যাটা, তে কার ছাওয়াল?

ছরোন ঃ সে এক দুঃখির কতা— বিরাট শাস্তর।

তুফান ঃ ক'য়ে ফ্যালা, আল্লার মহিমার খবরই তো আমি জানবের চাই।

বেনু ঃ সিবার যমুনায় লোতুন চর উঠলে— আমরা চর দহল হরলেম-

ছরোন ঃ আমি, হাসিমদ্দি, বেনুদা তহন পঁচিশ বছরের জুয়েন-আমা'রে শরীলি রক্ত ব'তে ঝড়ের ল্যাহান--

বেনু ঃ একদিন রাতি— চোরের মতন জমিদারের লাঠেলরা আসলে-

ছরোন ঃ ঐ মানক্যার বাপ হাসিমদ্দি মোষির শিঙি ফুঁ দিলে খুব জোরে— বাতাস থরথর করে কাঁপে উঠলে-কাজ্যার সংকেত-

বেনু ঃ বুহির মদ্যি হঠাৎ কলজেডা লা'ফা উঠলে-ঢাল শড়কি লিয়ে বাড়ালেম।

ছরোন ঃ হাসিমদ্দি ডাক দিলে— আল্লা আল্লা রসুল বলো লাইলাহা এল্লেল্লাহ—

বেনু ঃ আমরা ছুটে গেলেম সেই দিক— কাজ্যা বাধে গেল।

ছরোন ঃ আমরা তিনজন এক সাথেই ছিলেম। হঠাৎ জমিদারের লাঠেল করিমির ফালাডা হাসিমদ্দির বুহির মদ্যি বিঁধে গেল— আর বেনুদার ফালায় মলে করিম—

বেনু ঃ পরেরদিন সহালবেলা ঐ বালুর চরের উপ্যার দেখলেম, হাসিমদ্দির মোষির শিংডা

পড়ে লয়ছে, বুহির তাজা টকটকে রক্তে ভিজে লালে লাল হয়া গেছে।

তুফান ঃ তারপর?

বেনু ঃ চর আমা'রে দহলেই ছিলে, কিছুদিন পর গাঁয় পুলিশ আ'লে, করিম আর হাসিমদ্দি দুই জনেরই খুনের আসামী হলেম আমরা আঠারোজন। তিন বছরের হাজৎ খাটার পর ছয় বছরের জেল হলে-

তুফান ঃ তারপর?

বেনু ঃ চন্দ্রমুখী চলে গেল উয়্যার বাপের বাড়ীৎ। হাসিমদ্দির বউ, মানক্যাক লিয়ে গাঁয়েই থাকে গেল-

ছরোন ঃ পরের বছর খরায় একমুঠ ধানও হলেনা-

বেনু ঃ আহাশের সূয্য তিনডে হয়ে জ্বলবের লাগলে-

ছরোন ঃ সারাডা মাঠে যিন দগদগা আগুন-

বেনু ঃ মানষির ঘরে চা'ল নাই, চুল্যা জ্বলেনা-চারদিক কাঁদা-কাটি। জমিদার তালুকদার দাড়ি-পাল্যা লিয়ে বসলে। মানষির সুনা-রূপে কাঁসা-পিতেল কিনব্যার লাগলে। এক মাসের মধ্যি সবকিছু চলে গেল মহাজনের ঘরে-

তুফান ঃ হায় আল্লা। তারপর? (চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী ঃ তারপর মানষির মরা শুরু হলে। পথে ঘাটে মানষির লাশ, আমার চোখমুখ সাদা— চোহি মুহি পানি জমেছে-ভাবিছিলেম, আর বোধহয় বাঁচপো লয়— কিন্তুক মরি নাই—

তুফান ঃ হায়রে আল্লা, হায়রে হায়!

ছরোন ঃ আরো আছে হুজুর, আরো আছে-

তুফান ঃ কও, কও তারপর

চন্দ্র ঃ তারপর, মিয়েমানষির দাম হলে একসের আধসের চা'ল---

তুফান ঃ কও, কও আমি সব শুনব্যার চাই-

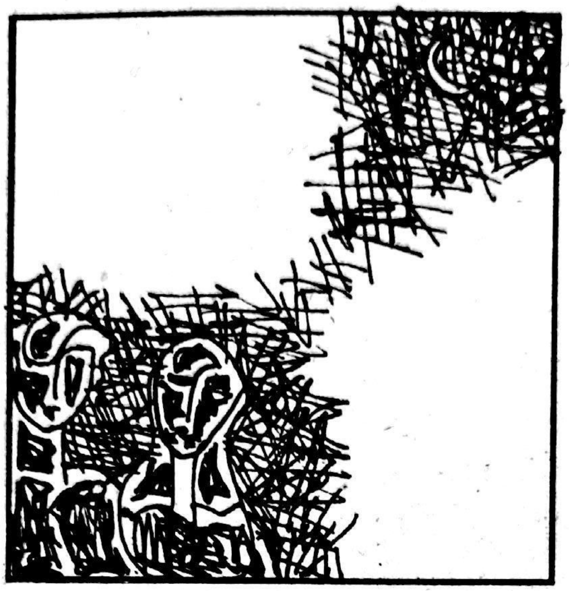
বেনু ঃ ঐ মানিকির মা-শ্যাষপর্যন্ত, প্যাটের তান্না সহ্য হরব্যার না পারে একসের চালের জন্যি ইজ্জত বেচিছিলে—

তুফান ঃ আ-হা-হা-

ছরোন ঃ তারপর মনের আগুনি জ্বলে-পুড়ে, ছাওয়াল ফ্যালা থুয়ে, সেই পুড়া কপালী গলায় দড়ি দিয়ে ম'লে--

তুফান ঃ হায়রে আল্লা কি খেলা তুমার! ঐ হারামজাদা শুয়েরের দল, আল্লার গজব যিন তো'রে মাথায় ভাঙে পড়ে—আহালের বানে ভাসে আসা মা'বুনির পর যা'রে শগুনির দিষ্টি পড়ে — কি তুমার পরীক্ষে আল্লা, কি তুমার খেলা—

শলা- ঝাঁটা, বা'জী- বাবাজী, পাছতরে- পিছনে, লা'ফা- লাফিয়ে ওঠা, ফালা- শড়কি জাতীয় গ্রামীন অস্ত্র, নাদাই- রান্নাই, শোত- জিজ্ঞাসা, সেহন- তখন, চা'ল- চাউল, চ্যাংড়া- বালক, ব'তে- বইতো।



৩

রাত। মঞ্চের মাঝে, খোল করতাল জড়বস্তুর মতো পড়ে আছে। সেখানে নীরব বসে আছে মানিক এবং সন্ধা। নীরবতা ভাঙে সন্ধা।

সন্ধা ঃ যদি কয়া যাতি, এতো গাল খাতেমনা। মার সেকি মিজাজ— তোর জন্যি নাদাই বন্ধ ছিলে— কিছু কচ্ছিসনে যে?

মানিক ঃ আমার মা কিজন্যি ফাঁসী লিছিলে— খুঁজে পাইছি! সে বুঝিছিলে, যতোবার তাক মা কয়া ডাকপো ততোবার তার বুহির মধ্যি আগুন জ্বলে উটপি, সেই জন্যি— মা, মা-রে — আমাক বাঁচায়া রাহার এতো তাপ তোর সহ্য হলে না———

সন্ধা ঃ ওসব কতা যতো মনে করবু, ততো দুঃখু পাবু--ভুলে যা-

মানিক ঃ যার শরীল ভরা বিষির জ্বালা সে মানুষ শান্তিৎ ক্যাবা থাহে?

সন্ধ্যা ঃ এদ্দিন য্যাবা ছিলু-

মানিক ঃ আর পারিনেরে। মনের মিদেন পুড়ার আর কিছুই নেই, এহন কলজেৎ আগুন লাগেছে- আমি জ্বলতিছি— দাউদাউ হরে জ্বলতিছি---

সন্ধা ঃ তাই বুলে না কয়া চলে যাবু, যা খুশী তাই করবু, তাড়ি খায়ে যেহেনে খুশী সেহেনে পড়ে থাকপু?

মানিক ঃ আমার যেহেনে খুশী যাবো, যা খুশী তাই করবো, তাৎ তোর কি?

(‘বনমালী তুমিপরজম মে হয়ো রাধা’ গাইতে গাইতে গয়া, মঞ্চে আসে- তার সাথে আসে শমশের আর বলাই)

গয়া ঃ কিরে মানক্যা, ক্যাম্বা আছিস?

শমশের ঃ বেনুদা কই?

সন্ধা ঃ ছরোন কাকা আর বাবা মাস্টের কাকার বাড়ীৎ গেছে। তুমরা বসো।

বলাই ঃ বসার জন্যিইতো আইছি— তে যাও হুঁকা তামুক লিয়ে আসো-

সন্ধা ঃ যাই- (ভেতরে প্রবেশ করে)

বলাই ঃ মানিক এ’টা গায়েন ধর্-

গয়া ঃ হয়, বেনুদা আসার আগেই আমরা ইটু জুমা লেই। আমিই এটা গায়েন কই, না কি

কস মানিক?

মানিক ঃ মনে সুখ থাকলি ক'— মানা হরতেছে কিডা!

গয়া ঃ তুই যিন শালার ক্যাম্বা হয়া গিছিস!

মানিক ঃ ক্যাম্বা হইছি, চিহারা কি জন্তুর ল্যাহান হয়ছে নেহি?

শমশের ঃ আরে ব্যাটা, মনডা এতো ভারী ক্যা? আমরা জন্মিছি দুঃখির সাথে লড়াই করার জন্যি-

মানিক ঃ সেই জন্যিতো ডাহাতির খাতায় নাম দিছি, মোহর খাঁ ডাহাতির শিষ্য হইছি।

শমশের ঃ ক'স কি!

গয়া ঃ ডাহাত হইছিস তুই?

মানিক ঃ ডাহাতির ছাওয়াল ডাহাত ছাড়া কি ভদ্দরনোক হবি? আজ যদি মোহর খাঁ মানষিক না দেখতে—আবার কত মিয়েমানুষ মনের জ্বালায় ছাওয়াল প'ল ফ্যালা গলায় দড়ি দিতে।

বলাই ঃ তাই বুলে তুই?

গয়া ঃ আমরা তোক কত ভালো জানি।

মানিক ঃ তুমরা আমাক ভালো জানো, আর আমার ভালো জানি আমি — আমার খুব সখ—

গয়া ঃ কিসির?

মানিক ঃ কিসির যে সখ--- (রহস্যপূর্ণ হাসিতে ভরে ওঠে মানিকের মুখ)

গয়া ঃ ঐ রহম হাসিসনে, ভাল্লাগেনা — পিত্তি জ্বলে যায়।

মানিক ঃ পিত্তি জ্বলাতি আমার ভালোলাগে— তো'রে সব শালার প্যাটে লাত্তি মারে পিত্তি গলায়া দেব -যা'ৎ, সারা শরীল তিতে হয়া যায়।

শমশের ঃ বাজান, এম্বা করে কতা তো তুই আগে কতুন্যা?

মানিক ঃ এহন কই, ক'তি ভাল্লাগে।

বলাই ঃ ভাল্লাগে? (চন্দ্রমুখী আসে)

চন্দ্র ঃ কি ভাল্লাগে?

গয়া ঃ বৌদি!

চন্দ্র ঃ কিরে- (বসে)

গয়া ঃ মানিক বলে মোহর খাঁর শিষ্য হয়ছে!

চন্দ্র ঃ কি?

মানিক ঃ মা, ভাত খাওয়ার সুমায় তুই শোক্ত করলু, পাতের নুন ফ্যালা দিলেম ক্যা, সেহন ক'ব্যার পারি নাই।

চন্দ্র ঃ তুই- (কেঁদে ফেলে) তুই শ্যাষ পর্যন্ত---!

মানিক ঃ হয় মা, আমি ডাহাত হইছি!

চন্দ্র ঃ তোর মা ক'তে, তুই আকবর বাদশার মোহরের চায় আদুরে— তার কপালে তোক মানুষ করা হলে না— আমিও চিষ্টা করলেম, মাথায় ত্যাল-জল দিয়ে কত আশিব্বাদ করিছি— হারে ভগবান---কোন মা-রই মনের আশা পূরেণ হলে না!

মানিক ঃ ঐসব কতা ভুলে যা মা, সব ভুলে যা— দেহিসন্যা, আমার বাঁও হাতখ্যান ক্যাম্বা পুড়া, ছোট কালে ফুল মনে হরে আগুন ঠাসে ধরিছিলেম— তহন আমার মনডাও

পুড়ে গেছে।

চন্দ্র ঃ মানিক, বাজান আমার। তোর মনের যন্তনা ঝাড়ে ফ্যালা— এতো কষ্টে তোক মানুষ করলেম— আমার বাড়ীর ভাতের পাতের নুন তুই ফ্যালা দিসনে বাপ —।

মানিক ঃ চিন্টা হরবো, চিন্টা হরবো।

(বেনু, শিবু ও ছরোনের সাড়া পাওয়া যায়, চন্দ্রমুখী চোখের জল মুছে স্বাভাবিক হয়। তারা মঞ্চে প্রবেশ করে।)

বেনু ঃ চুপচাপ ক্যা সব?

ছরোন ঃ ক্যারে গয়া, কাল রাতি নাদো ক'লু যাত্রাদল বানানের কতা— মনে আছে?

শিবু ঃ কি শমশের, বলাই, ক্যাম্বা আছেও?

শমশের ঃ আছি ভালোই!

শিবু ঃ কতা কচ্ছ্যাওনা যে?

শমশের ঃ একখেনে যহন হলেম, কতাবাত্তা হবিইনি।

বলাই ঃ মাস্টেরদা, খাড়া ললে কি কামে, বসো।

শিবু ঃ বসি। কি খবর বৌদি?

চন্দ্র ঃ খবর আর কিছুই নাই মাস্টের, আজ জমেলার কতা মনে হয়— মানিকির বয়েস যহন পাঁচ বছর, তহন উয়্যাক কোলে করে শ্যাষ আসা আইছিলে — তার কোলের ছাওয়াল মানুষ করি আমি---

শিবু ঃ ইয়েক ক'য় কপাল—

চন্দ্র ঃ শুনিছ্যাও মাস্টের!

শিবু ঃ কি?

চন্দ্র ঃ মানিক মোহর খাঁর শিষ্য হয়ছে— আমার বাড়ীর পাতের নুন ফ্যালা দেয়!

বেনু ঃ কি?

মানিক ঃ হয়, হয় কাহা, আমার সখ, আমার ইচ্ছে, আমি ডাহাতির খাতায় নাম দিছি।

বেনু ঃ তাই বুলে আমার বাড়ীর পাতের নুন ফ্যালা দিবি?

মানিক ঃ গুরুর মান্যি আছে তাই খাইনে। তুমারে পর ছেরেদ্দা ভক্তি আছে বাবা, খালি আমার নিজের পরই নিজির ভক্তি নাই — ঘিন্নার শরীল লিয়ে বাঁচে আছি— মানুষ যহন আমাক তাকায়া দ্যাহে, আমার ভাল্লাগেনা — তা'রে দিষ্টি আমার ভাল্লাগেনা!

গয়া ঃ কি কামে?

মানিক ঃ মনে কয় ক্যাম্বা করে যিন তারা তাকায়, নাক সিটকে তাকায়— আমার ভাল্লাগেনা (চলে যায়)!

বেনু ঃ কওতো শিবু একি যন্তনায় পড়লেম!

শিবু ঃ মানুষ যার যার মনের যন্তনায় ভোগে — সেহেনে কারু কিছু করার থাহেনা।

শমশের ঃ চিন্তার কথা, ওযে ডাহাত হয়া গেছে!

শিবু ঃ দ্যাখ, যে-আহালের বছর মানিকির মা-ও মরে গেছে, ইবারের আহাল তার চায় কম না, মোহর খাঁ ইটু সাহায্য করতেছে বুলে বাঁচা। মোহর খাঁ-ক আমরাই যদি ডাহাত কই, তালি অন্যায় হয়।

বলাই ঃ ক্যা, ডাহাতিক ডাহাত ক'বো লয়?

শিবু : মোহর খাঁ-ক ডাহাত কয় জমিদাররা, মোহর খাঁ-ক ডাহাত কয় এ্যাংরেজরা। তুরা যহন খাটেখুটে ধান ফলাস, সেই ধান জমিদাররা কা'ড়ে লিয়ে যায়, তহন তারে তো ডাহাত ক'বের পারিস নে। যহন তো'রে মাও-বুনির মানসুন্মান লিয়ে টানাটানি হরে, তা'রে তো বদমাশ ক'বের পারিসনে?

ছরোন : তুমরা যে কও মোহর খাঁ ডাহাত— দশ গিরামের মানুষ ডাহ্যা শোন— মোহর খাঁ কা'ক উপকার হরে নাই?

বেনু : তা ঠিক!

শিবু : বাদ দেও ওসব। আর কয়দিন পরে ধান কাটা লাগতেছে, গোপনে খবর পালেম, জমিদার- তালুকদাররা শয়তানি পাহাচ্ছে — কিভাবে গরীব মানুষগুনেক ফাঁহি দেওয়া যায়— ছরোনরে-!

ছরোন : কও?

শিবু : তুই দক্ষিণ পাড়ায় খবর দিস।

বেনু : হয়, এই কয়ডা দিন যাতে ধানের ভুঁই পাহারা দিয়ে রাহে।

গয়া : আমা'রে মাঠে তো টোং আছেই- ফালা শড়কি লিয়ে পাহারা দিলিই হবিনি।

শমশের : ধানের ক্ষ্যাতের দিক আবার দুই রহমের জানোয়ারের বড় রোখ!

বলাই : কোন কোন জানোয়ার?

শমশের : এক নাম্বার জমিদার— দুই নাম্বার তালুকদার!

বলাই : তিন নাম্বারও একটা আছে-

ছরোন : সিডা আবার কি?

বলাই : সিডা হলে জঙ্গলের শুয়ের।

ছরোন : থাম। ফ্যাদা পচাল।

বেনু : থামেক তুরা।

শিবু : শোন, টোংয়ের মদ্যিতিন ঐসব জানোয়ারগরে দিক খিয়াল রাখপে, যদি ঠ্যাহাবের পারি, তালি যদি কপাল ফেরে!

শমশের : কপাল এবার ফিরেবোই শিবুদা — যা থাহে কপালে!

শিবু : পরে আলাপ হবিনি— উঠিরে—

(আমরাও উঠি ইত্যাদি বলে শিবু, ছরোন, বলাই, শমশের নিজনিজ বাড়ীর পথ ধরে)

বেনু : খোলডা তুলে লিয়ায় সন্ধে (বেনু ঘরের দিকে চলে যায়। পিছেপিছে হারমোনিয়ম নিয়ে সন্ধাও চলে যায়। ইতিমধ্যে মানিক একটি সাদা শাড়ী হাতে করে আসে।)

মানিক : তোর সাথে চারডে কথা আছে মা।

চন্দ্র : কি কতা বাজান?

মানিক : এই শাড়ীডা তুই পড়িস।

চন্দ্র : ইয়ে কোনে পালু?

মানিক : ডাহাতি করে লিয়াইছি, বামুন গিরামের চরক মেলায় তোর সাথে একবার গিছিলেম। এই রহম সাদা ধবধবে শাড়ী পড়া একজন মিয়ে মানষিক দেহিছিলেম। গিন্নীমা। উনি বলে গিন্নীমা। পুজে দেহার জন্যি গিন্নীমা চিয়েরে আসে বসলে- আর

সগল মানুষ লাইন বাঁধে মা'ক পেন্নাম করলে- তুইও যায়ে পেন্নাম করলু- তোর দেহাদেহি আমিও গেলেম— মা'ক পেন্নাম করলেম। গিন্নীমার কতা মনে আছে, ক্যাযে ভুলব্যার পারিনে। ——— কপালে ডগডগা সিঁদুর, সাদা শাড়ী, এই রহম চওড়া পাড়—গিন্নীমাক দেবীর ল্যাহান দেহা যা'চ্ছিলে— আমি ডাহাতি করব্যার যায়া, এই শাড়ীডা লিয়াইছি মা, তুই এই শাড়ীডা পরে আমার গিন্নীমা হোস্——
(বেগে চলে যায়)

চন্দ্র ঃ মানিক, বাজানরে তুই এ্যাতো কষ্ট দিয়ে কতাক'স ক্যা বাপ!

ক্যাদা পচাল- অবান্তর কথা, প্যাটের তান্না- ক্ষুধার যন্ত্রণা, জুমা- আসর জমানো, নাদো- (এখানে) না, ক'লু- বললি, ফাঁহি- ফাঁকি, ল'লে- রইলে, ইয়েক- একে, তা'রে- তাদের, কা'ক- কাকে, কা'ড়ে- কেড়ে, পাহাচ্ছে- পাকাচ্ছে, পাতের নুন- নেমকহারামী বিষয়ে প্রচলিত সংস্কার, যা'ৎ- যাতে।



৪

বিকেলে আয়েসী ভঙ্গিতে বেনু তামাক খাচ্ছে। চন্দ্রমুখী আসে—কাজকর্মের জন্য তাড়া দেয়।

চন্দ্র ঃ বেলা পড়ো পড়ো—তুমি এহনো বসে ন্যাজ ঘষতিছ্যাও-মানিক মাঠেত্তিন আসে নাই, উয়্যাক কি খা'বের দিবে লয়?

বেনু ঃ যাতিছি দাঁড়া- (হুক্কায় সুখটান দেন)

চন্দ্র ঃ হয়ছে দেও— গতর লড়েনা যার, উন্নতি নাই তার- (হুকা কেড়ে নেয়)

বেনু ঃ মানিকির ভাত বাড়ে থো, পাঠা দিচ্ছি। (চলে যায়)

চন্দ্র ঃ কোনে যে থাহে মাগীডা— সন্ধেলো এ সন্ধে (সন্ধার প্রবেশ)

সন্ধা ঃ আমাক কি ডাকতিছিস মা?

চন্দ্র ঃ লগরবেড়ানী, তে কা'ক ডাকতিছি? সারাদিন তোর বেড়ানে ফোরেনা লে।?

সন্ধা ঃ কোনে বেড়াই?

চন্দ্র ঃ মুহিমুহি কতা কস! চুপার পর লাত্তি দিয়ে— গা'ড়ে ফেলবোনে- (সন্ধা চলে যায়) বেলা ভরে তো'রে ভাত পাহারা দিবি কিডালো? আমার যত জ্বালা, ঐ এক হারামজাদা সহালে বাড়ায়ছে— খোঁজখবর নাই— কায়ের মতন কোকিলির বাচ্চা মানুষ করে এহন কা কা করে মরি (সন্ধার প্রবেশ)

সন্ধা ঃ তোক না কয়দিন কইছি মা, মানিকিক ঐরহম শাপশাপান্ত করিসনে।

চন্দ্র ঃ সাধে কি আর শাপশাপান্ত করি, কোকিলির বাচ্চা উড়ে গেলি কায়ে জন্ননীর শাপশাপান্ত ছাড়া আর কিছুই থাহেনা।

সন্ধা ঃ মানিক তো তোক ছাড়ে উড়ে যায় নাই।

চন্দ্র ঃ সন্দো হয়, যদি উড়ে যায়- যা তুই খায়া লিগা — (চন্দ্র ভেতরে যায়, মানিক আসে)

সন্ধা ঃ মানিকদা!

মানিক ঃ ক'!

সন্ধা ঃ ইটু এদিক আয়।

মানিক ঃ খুব খিদে লাগেছে- যা কবু কয়া ফ্যালা!

সন্ধ্যা ঃ তোর ভাত বাড়া লয়ছে, খায়ে লিগা- (মানিক ভেতরে চলে যায়) মানিকদা, তুই অনেক বদলে গিছিস, এ্যাতো অবুঝ হয়ে গিছিস — !

নেঃ চন্দ্র ঃ এ সন্ধে- খায়ে লে!

সন্ধ্যা ঃ আসি- (ভেতরে চলে যায়। হন্তদন্ত হয়ে তুফান মোয়াজ্জেন ছুটে আসে।)

তুফান ঃ বেটী- বেটী- ঐ বেটী — ! (চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্র ঃ হুজুর অবেলায়?

তুফান ঃ খবর আছে- মারাত্মক খবর!

চন্দ্র ঃ কি খবর হুজুর?

তুফান ঃ মাঠে জমিদারের লাঠেল নাবেছে- বেনুক ধরেছে।

চন্দ্র ঃ ও মানিক, তোর বাবাক বুঝি মারে ফেলে— (মানিক ছুটে আসে)

মানিক ঃ কোনে, কোনে শালারা?

তুফান ঃ মাঠে- আমার সাথে আয়- (তুফান ও মানিক ছুটে চলে যায়। সন্ধ্যা বেরিয়ে আসে।)

সন্ধ্যা ঃ এমা, আমি শিবু কাকার বাড়ীৎ যায়া সংবাদ দিয়ে আসি?

চন্দ্রা ঃ যা- (সন্ধ্যা চলে যায়। চন্দ্রমুখী ভেতরে যায় পুনরায় আসে ফালা হাতে করে) আর সহ্য করা যায়না, সুমায় আসে গেছে, ইবার হাসিমদ্দির রক্তের বদল— - আমার ইজ্জতের বদলা চাই- বেগে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যা চন্দ্রমুখীকে ঘরে নিয়ে আসে) ছাড়েদে, ছাড়েদে আমাক- ঘরে পচে আর মরব্যার চাইনে-

সন্ধ্যা ঃ ওযে ওরা আসতেছে।

চন্দ্র ঃ তোর বাবা?

সন্ধ্যা ঃ কিছু অয় নাই- চল বাড়ীর মদ্যি চল- (উভয়ে ভেতরে চলে যায়। মাঠ থেকে কোলাহল করতে করতে সবার প্রবেশ)

তুফান ঃ মানকে চারডে দুবলে ঘাস ছেঁচে লিয়ায় (মানিক চলে যায়)

শিবু ঃ তা'লি হিরেন আজকাল উয়্যারে সদ্দার হয়ছে!

ছরোন ঃ তাইতো দেখতিছি!

গয়া ঃ শালার মির্জাজখ্যান কি!

শমশের ঃ আমরা যিন উয়্যার সুমুন্দী!

গয়া ঃ ছরোন কাকা যদি মাতাডা না সরাতে তা'লি বাড়িডা মাতায়ই লাগতে।

তুফান ঃ আল্লা বাঁচানেঅলা- (চন্দ্র ও সন্ধ্যার প্রবেশ)

চন্দ্র ঃ কোন শুয়েরের বাচ্চা আইছিলে (বেনুর আঘাত দেখে)

তুফান ঃ ও লাঙ্গী পাহ্য আন। (সন্ধ্যার প্রস্থান ঔষধি নিয়ে মানিক প্রবেশ করে)

চন্দ্র ঃ কোন শুয়েরের বাচ্চা আইছিলে- মার‍্যা ফেলব্যার পারলেনা হারামজাদাক!

বেনু ঃ তুই চুপ কর- (চন্দ্রমুখী বেনুর আঘাত বেধে দেয়)

শমশের ঃ মাস্টেরদা আর কদ্দিন— কও, আর কদ্দিন মার খাবো?

তুফান ঃ সুমায় আসে গেছে।

শিবু ঃ হুজুর!

তুফান ঃ ঐ ঐম্যানুষ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে খাড়াও!

বলাই ঃ হুজুরির কতা ঠিক— আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে খাড়াবো!

শমশের	ঃ	আমরা গরীব মানুষ, আমরা ক্যা দেবো জমিদার বাড়ীর পুজোর চাঁদা!
বলাই	ঃ	জমিদারের মিয়ে বিয়ের চাঁদা?
ছরোন	ঃ	বাঈজী লাচানের চাঁদা?
গয়া	ঃ	মদের চাঁদা?
বেনু	ঃ	ঐসব দিবের চাইনে বুলেই তো মার খাই।
ছরোন	ঃ	ইবার পাল্টা মার দেবো-
মানিক	ঃ	প্রতিশোধ চাই-
তুফান	ঃ	ঠিক ঠিক বেটা, প্রতিশোধ-
শিবু	ঃ	হয়! ইবার প্রতিশোধ-
তুফান	ঃ	যে মাটির সাথে যুদ্ধ হরে ফসল ফলাই - সে ফসুল কার?
সমবেত	ঃ	আমা'রে!
শিবু	ঃ	সেদিন যারা জমিদার বাড়ীৎ গিছিলে— চাঁদা দেয় নাই বুলে সগলেকই মারেছে।
তুফান	ঃ	মাস্টের, চাষী, মুজুর এক হও — খাড়াও একসাথে খাড়াও-
শিবু	ঃ	দিন আসে গেছে, আমরা সারা গাঁ-র মানষির সাথে আলাপ সালাপ করবো — আর লয়— ইবার লাঠির বদলে লাঠি।
তুফান	ঃ	বেটি, হাসিমদ্দির মোষির শিংড়া নাই?
চন্দ্র	ঃ	আছে।
তুফান	ঃ	লিয়ায়- (চন্দ্রমুখী ভেতরে চলে যায়)
বেনু	ঃ	সারা গাঁ-য় লোক পাঠাদে শিবু, সব মানুষ এক হোক।
শিবু	ঃ	পাঠাচ্ছি, তুমি লক্ কর- (মোষের শিং হাতে চন্দ্রমুখী প্রবেশ করে)
তুফান	ঃ	আমার হাতে দে, মানিক—ইডা তোর বাপের হাতের শিঙে ধর-ধর, বাজা, বাজা যুদ্ধের বাজনা বাজাদে- (মানিক মোষের শিং হাতে নিয়ে তাতে ফুঁ দেয়) আরো জোরে, দুনিয়া গায়েবের আলামত হয়া বাজুক, ইসরাফিল ফেরেশতার বংশী হয়া বাজুক——— (মুখে চোং) ঐ মানুষ যুদ্ধের বাজনা বাজে — জাগো! হাসিমদ্দির শিঙে বাজে জাগো!
ছরোন	ঃ	আমরা খা'টে মরি সারা বছর আর বাবুরা ঠ্যাংয়ের পর ঠ্যাং লাচা খায়-
শমশের	ঃ	ফসলের তিনভাগ আমা'রে দেওয়া লাগবি!
সমবেত	ঃ	হয়, হয় ফসলের তিনভাগ!
তুফান	ঃ	যদি না দেয়?
সমবেত	ঃ	কাড়্যা আনবো-
তুফান	ঃ	যদি যুদ্ধ হয়?
সমবেত	ঃ	বাঁচার জন্যি যুদ্ধ করবো-
তুফান	ঃ	ভয় পাবু না?
মানিক	ঃ	না। আমি ডাহাতির খাতায় নাম দিছি, আমি ডাহাত, আমার বুহির মদ্যি বাইশ বছরের রক্ত টগবগায়।
গয়া	ঃ	আমার মনের মিদেন ম্যাঘের গজ্জন-
ছরোন	ঃ	হাসিমদ্দির রক্ত আমাক ডাহে-

চন্দ্র ঃ সেই আহালের কতা আমার মনে আছে, মাও-বুনির ইজ্জতের দাম ছিলে একসের আদসের চাল, আমি শগুনির চোখ উপড়্যাবের চাই-

সমবেত ঃ হয়, হয় প্রতিশোধ চাই!

টোং- মাঠে ফসল পাহাড়া দেয়ার ছাউনি, চিয়ারে- চেয়ারে, খা'বের- খেতে, খো- রাখ, থাছে- থাকে, নগরবেড়ানী- বেড়ানো স্বভাব যার, মুহিমুহি- মুখোমুখে, চুপা- চোয়াল, কা'য়ে- কাক, সন্দো- সন্দেহ, ক'বু- বলবি, নাবেছে- নেমেছে, বাড়িডা- লাঠির আঘাত, লাচানের- নাচানোর, আমা'রে- আমাদের, লক- চুপ, বাজুক- বেজে উঠুক, শগুন- শকুন, পাহা- পাখা, মিদেন- মধ্যে, ভেতরে, খা'টে- খেটে।



৫

রাত। বেনু হারমোনিয়মে করুণ সুর বাজাচ্ছে। গ্রামের অনেকেই সেখানে উপস্থিত।

তুফান : আহ্ বেটা— মারহাবা, রিদয়ের কান্দন সুরের কান্দনে মিশায়া দেহ হাল্কা করে লে— মারহাবা!

ছরোন : হুজুর কি আমা'রে সাথেই থাকপেন?

তুফান : হয়, থাকপো!

শিবু : হুজর আমা'রে মানুষ — আমা'রে সাথেই থাকপি!

তুফান : রাস্তা যেহেনে, আমি সেহেনে— আমি ঘর ছাড়া মানুষ!

বেনু : হুজুর আমরা চাঁড়ালের জাত।

বলাই : আমরা ছোটলোহের জাত।

শমশের : গরীব ভূখা।

চন্দ্র : আমারে ছেমা মাড়ালি মানষির জাত যায়।

শমশের : আমাওগরে তাই।

তুফান : সেইজন্যি দুনিয়ার সব চাষা একজাত

গয়া : সগলে আপনেক তুফান মোয়াজ্জেন কয়, আপনের আসল নামডা কি?

বলাই : লক্ করে থাক রে ছ্যাড়া!

তুফান : হয়, আমার আসল নামডা যে কি! নাম আবার কি, যে নামে ডাহো সেই নামই ঠিক।

বলাই : মানে?

তুফান : মানষির আবার নাম থাহে নাহি?

বলাই : ইটু খুলাশা করেন হুজুর!

তুফান : আমি শরিয়ত উল্লার ভাই।

ছরোন : আপনের বাড়ী, মানে সাকিন কোনে?

তুফান : বাড়ী আমার ফরিদপুর, হাজী সায়েপের পবিত্র বাণী ল'য়া আইছি-

বেনু : কোন হাজী সায়েপ?

তুফান : হাজী শরিয়ত উল্লাহ— তেনার ছাওয়াল দুদু মিয়া— চাষী ভাইগরে জন্যি এহন কোলকাতার জেলে।

শিবু : পাইছি, আমি হুজুরির পরিচয় পাইছি।

তুফান : মাটির মানষির কোন পরিচয় নাই, মাটির দেহ লিয়ে ঘুরে বেড়াই—একদিন মাটি ৎ-ই মিশে যাবো। মাটির পরিচয়ে মানষির পরিচয়—ঐ তাইতো স'বের পারিনেরে— মার বুহির দুধ জানোয়ারে কাড়ে খায়, অবোধ শিশুরা প্যাটের জ্বালায় কাঁদে, আছাড়ে পিছাড়ে কাঁদে-

চন্দ্র : হুজুর।

তুফান : ক' কয়ে ফ্যালা।

চন্দ্র : মার দুধির ঋণ শোধ হয় কিসি?

তুফান : মার দুধির ঋণ শোধ হয় কিসি!

শিবু : কন, কন হুজুর, মার দুধির ঋণ শোধ হয় কিসি?

গয়া : কিসি?

ছরোন : কিসি?

শমশের : কিসি?

(মানিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার চোখ মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।)

মানিক : কন, কন হুজুর, মা-র দুধির ঋণ শোধ হয় কিসি?

তুফান : জানিনে-জানিনে-

চন্দ্র : আপনে জানেন। আমি নারী, আমি মা, আমার দুধের ঋণ শোধ হবি কিসি?

তুফান : মার জন্যি জীবন উৎসর্গ করে, রক্ত দিয়ে-

সমবেত : রক্ত দিয়ে?

শিবু : আমরা কি করবো কন-

বেনু : জীবন ধরে কত যুদ্ধই করলেম, হুজুর, পারিনে, রক্ত খাওয়া রাক্ষসগরে সাথে পারিনে-

মানিক : আমি বুঝেছি হুজুর-

তুফান : কিরে বেটা?

মানিক : বাজান মরে গেছে এই মাটির জন্যি— নিজি চাষা ছিলে তাই, আর আমাক থুয়ে মা ফাঁসী লেছে প্রতিশোধের জন্যি!

তুফান : প্রস্তুত থাহো! .

সমবেত : প্রস্তুত আছি!

চন্দ্র : সব কিছুর জন্যি পুরুষির প্রস্তুত থাহা লাগে।

তুফান : ঠিক, ঠিক বেটী ঠিক— তে ল্যাও, তোমারে যাত্রা গায়েন শুরু করো।

বেনু : হুজুর, আমরা কিষ্ণ যাত্রার মহড়া দিচ্ছি— সেহেনতিনই আজ পাট করবো-

শিবু : তুমরা যারা পাট করবে, প্রস্তুত থাহো— আমি ইটু বন্দনা দেই-

বেনু : দ্যাও, দ্যাও-

শিবু : সগল দেবতা সভা ডাকলে, কি করা যায়! কংস রাজার অত্যাচারে দুনিয়া এহেবারে গায়েব হয়ে যাওয়ার মতন— ক্যাবা করে কংস রাজারে মার‍্যা ফ্যালান যায়। হরি সগলেক ক'লে, তোমরা চিন্তে ভাবনা করে না, আমি দ্বাপর যুগি কিষ্ণ সাজে কংস রাজাক মার‍্যা ফ্যালবো-

তুফান ঃ মারহাবা, স্রষ্টা কি সৃষ্টির বিপদে দূরে থাকপের পারে!

শিবু ঃ তারপর, দ্বাপর যুগি হবি কিষ্ণরূপ ধরে জন্মগ্রহণ করলে। কংস রাজা এই গ্যাদা কিষ্ণক মার‍্যা ফেলার জন্যি পুতনা রাক্ষসেক পাঠা' দিলে, তে পুতনা নানা রহম গয়নাগাটি পরে যশোদার কাছে আসলে— (চন্দ্রমুখী দাঁড়ায়)

চন্দ্র ঃ সখি, এই শ্যামসুন্দের আঁতুরে গ্যাদা তোর কত জন্মের ফসল তাই ভাবি, দেলো সখি তোর গ্যাদাক ইটু আমার কোলে দে— আমার দুধ খাওয়ায়ে এই জীবন ধন্য হরি-

শিবু ঃ বিষাক্ত দুধ খাওয়ায়ে আঁতুরে কিষ্ণক মার‍্যা ফেলবের চাইছিলে ঐ রাক্ষসী। তে ছিকিষ্ণ ঠিক পায়া গিছিলে সব—তাই সে রাক্ষসীর স্তান শুদ্দে দুধ খায়ে ফেল্লে—

তুফান ঃ ঠিক হয়ছে—ঠিক হয়ছে—সুবাহানাল্লা

শিবু ঃ ইয়ের পর অনেক ঝড় তুফান আসলে, দ্যাশের লোহের পর কংসরাজা খুব অত্যাচার জুলুম হরবের লাগলে— রাজ্যির সগল লোকজন নানারহম চাঁদা দিতি দিতি হয়রান হয়ে গেল।

বেনু ঃ এযে, আমা'রে জমিদার বিন্দেবন চৌদিরির বারুণে চাঁদার ল্যাহান—

ছরোন ঃ ঘর জামাই পোষার চাঁদা-

শমশের ঃ লাঠেল পোষার চাঁদা-

গয়া ঃ ছাওয়াল পড়ানের চাঁদা-

বলাই ঃ মিয়ে বিয়ে দেওয়ার চাঁদা— মদের চাঁদা-

শমশের ঃ কোলকাতার মাগী লাচানের চাঁদা-

চন্দ্র ঃ ল্যাও হয়ছে-

শিবু ঃ তারপর কিষ্ণক মার‍্যা ফ্যালানের জন্যি কংসরাজা পাঠালে এক ষাঁড় দৈত্যক-

শমশের ঃ আমি বৃষ দানব, আমি অপরাজিত দৈত্য, আমার পা-র আঘাতে পিথিবি কম্পিত, থরথর লড়বরে মাটির আটালে আঁশ—আমার কঠিন খুড়ি বিদ্যুৎ চুমকে ওঠে — নাচে ওঠে বাওকুড়ানী বুনে মিয়ে-পচানী রসাল নিশায়— হাহা-সগলেই পলা যায় ডরে, আমি ধ্বংসের দৈত্য, কংসরাজার চাহর আমি— আমি দুনিয়ার গায়েব চাই — আমি কিষ্ণক মারে ফেলা দেয়ার জন্যি আইছি, কিষ্ণের তুলতুলে দেহ আমার শিংয়ের গুতেৎ লরম কেদাকেদা— হো-হো-হো- কোতায় কোতায় কিষ্ণ— তাড়াতাড়ি আয়, তোর রক্তে আমার পায় আলতা মাহে যাই।

তুফান ঃ নালায়েক!

মানিক ঃ প্রস্তুত!

তুফান ঃ হ্যা-হ্যা প্রস্তুত!

মানিক ঃ সদা প্রস্তুত, আমি প্রস্তুত— রে দুর্মতি বৃষদানব, মানষির অধিকারে মানুষ বাঁচে রবি চিরকাল, চিরকাল এই পিথিবিৎ বাঁশী আর চাঁদের গল্প বাঁচে রবি—কংস! থুঃ! সেতো ঘিন্নার জীব। মানুষির মুহি চিরকাল উচ্চারিত হবি সে নাম রিদয় নিংড়ান ঘিন্নাৎ— কত অত্যাচারি, কত দৈত্য রাক্ষস জন্মেছে এই পিথিবিৎ। তারে ধ্বংসের জন্যি আয়ছে মহামানব— অত্যাচারিৎ মানুষির মদ্যিতিন — আমি সেই মানুষ, আমি সেই মাটির মানুষ, যারা যুগযুগ ধরে লাঞ্ছিত হয় দুর্বাসা কংসের হাতে— ইবার সুমায় আসে গেছে, ভুখা নাকা মানষির হাতে হবি কংসের ধ্বংস সাধন—

তুফান ঃ ইবার কংসের ধ্বংসসাধন—

শমশের ঃ হো-হো-হো- খুয়াব, মিত্যে খুয়াব দেহিস, তোর খুয়াব দ্যাহা চোহির আলো আমি নিবে দেওয়ার জন্যি আইছি— মরনের জন্যি প্রস্তুত হ'!

মানিক ঃ মিত্যু নাই, মানষির মিত্যু নাই —মানবতার মিত্যু নাই- শত সুয্যির ঝলসানিৎ যেবা দুবলে ঘাস বাঁচে থাহে মাটির মিদেন, সেম্বা মানবতা বাঁচে আছে আজো পিথিবিৎ। শত দুঃখির কষাঘাতে মানষির মনে- আহাশের চাঁদ দেহে আজো জাগে প্রেম-

শমশের ঃ মুখ্যু, উন্মাদ, পাগল, কংসরাজাক মারে ফেলা দেওয়ার অস্তর কোনে তোর! তুই তো নিরস্তর!

মানিক ঃ কিডা কয়ছে নিরস্তর আমি, মানষির প্রেম ভালোবাসার রণসাজে আমি সজ্জিত। কংসের অত্যাচার আমার বুহি সাহসের বাত্তি।

শমশের ঃ হো-হো-হো-হো- কই নাই উন্মাদ, পাগল, যদি প্রেম পিরিতি দিয়ে যুদ্ধ চলতে— হেহ্—

মানিক ঃ দ্যাখ তালি—মানুষির ভালোবাসায় আমি কত বলীয়ান! (মানিক কিছু শূন্যে তুলে ফেলে দেয়ার অভিনয় করে)

শমশের ঃ আহ! আহ! (পড়ে যাবার অভিনয় করে। সবাই করতালি দেয়।)

ছরোন ঃ চমেৎকার, চমেৎকার!

তুফান ঃ মানষির ভালোবাসায় বলীয়ান হইছিলে নুরুদ্দিন, মানষির ভালোবাসায় বলীয়ান হইছিলে হাজীসাব—

শিবু ঃ গিরামের অনেকেই হ্যানে আছেও, তুমারে কওয়ার কিছু নাই — পলাশীর পরাজয় বাংলার আহাশে রাহু হয়া খাড়ায়ছে এদেশের ধনসম্পদ আমা'রে রক্ত ঘামের ফসল, আজ জাহাজ ভরে পার হয়ে যায় সাত সমুদদুরির ওপার—আমরা মরি অনাহারে।

তুফান ঃ আরো কও মাস্টের, আরো কও-

শিবু ঃ আর জমিদার-তালুকদার-মহাজন তো আছেই, ঘরের শত্রু বিভীষণ, সে শালারে বারো রহমের খাজনা, তেরো রহমের চাঁদা দিতি দিতি ফসল শেষ হয়, হালের বলদ বিক্রি হয়, দিনার দায়ে জমি ছাড়া লাগে —তুমরাই কও, এইযে এতবড় আহাল যাচ্ছে, দয়ালু মহর খাঁ যদি ইটু সাহায্য না হরতে —তালি কি অবস্থাডা হতে! আর জমিদার শালারে জানপরাণ দিয়ে পাই লাত্তিগুড়ি—

তুফান ঃ ইয়ের প্রতিকার চাই-

সমবেত ঃ হয়, হয়! প্রতিকার চাই-

শিবু ঃ তাই যদি হয়, জমিদারের যাবতীয় খাজনা-পাতি চাঁদা-পত্তর দেওয়া বন্ধ হরো— জমিদারের লাঠেলের সামনে লাঠি লিয়ে খাড়াও-

তুফান ঃ হয় হয়, আল্লার মাটির খাজনা দিবে কাক?

ছরোন ঃ সব চাষা একহও!

সমবেত ঃ এক আছি!

বিরতি

রিদয়- হৃদয়, মা'হে- মেখে, পাঠা দিলে- পাঠিয়ে দিল, ছেমা- ছায়া, কাজ্যা- ঝগড়া, পলো- মাছ ধরার জন্য তৈরী বাঁশের সামগ্রী, আল্লাদে- আহ্লাদে, যে'বা- যেমন, পাহারা- পাখার, বারুশে- বারো মাসের, থু'য়ে- রেখে, পাট করবো- অভিনয় করবো।



৬

কাস্তে হাতে মানিক মাঠের উদ্দেশ্যে -সন্ধা পিছু ডাকে।

সন্ধা ঃ মানিকদা শোন!

মানিক ঃ কয়ে ফ্যালা!

সন্ধা ঃ কেউ যদি তোর জন্যি কষ্ট পায়, যদি তোর জন্যি পথ চায়া থাহে—— তোর জন্যি জীবন দিব্যার চায়-

মানিক ঃ কি কামে! কিসির লোভে?

সন্ধা ঃ জানিনে!

মানিক ঃ আমিতো চাঁদ লয় আহাশে আছি!

সন্ধা ঃ ধ্যানে চাঁদেকও পাওয়া যায়-

মানিক ঃ সে আমাক ধ্যান করলিই তো পারে-

সন্ধা ঃ চাঁদেক ধ্যান হরলি বুহির মদ্যি আলো দ্যায়— কিন্তুক তোর ধ্যানে পরাণের আয়নায় কালি ঢালে পড়ে-

মানিক ঃ কালি পড়বি লয়তো কি পড়বি— মধু? নাই, ওসব নাই, মনের আগুনি সব পুড়ে কালকেউটের বিষ হয়ছে— আমার বাপ মরেছে চর দহলের কাজ্যাৎ, আর মা-হেহ, দুঃখিনি মারে, তোর জ্বালাতাপ লিয়ে মানিক এহনো বাঁচে লয়ছে-

সন্ধা ঃ আমার মা তোক আপন ছাওয়ালের মতন দ্যাহেনা?

মানিক ঃ না সে কতা লয়-

সন্ধা ঃ মনে করে দ্যাখ, ছোটকালে তুই যহন এরানচি পাতার মালা দিতু-তা কি গলায় পরি নাই? শীতকালে একই কাপুড়ি দুইজনেক জড়া দেয় নাই মা? মনে করে দ্যাখ মানিকদা কালা গাই'র কেবলি দুয়ানে দুধ একই বাটিৎ চুমুক দিয়ে খাই নাই?

মানিক ঃ সব মনে আছে-

সন্ধা ঃ তালি ক'!

মানিক ঃ সব মনে আছে, সব ধুমের ওপার।

সন্ধা ঃ কিসির ধুমে?

মানিক ঃ কলজে পুড়ার ধুমে, আমাক বাঁচানের জন্যি মা ইজ্জত বেচিছিলে, তারপর সে ভাবিছিলে আমি যতোবার তাক মা-কয়া ডাকপো — ততবার তার বুহির মদ্যি চিতে জ্বলে উঠপি— আমি আর পারিনেরে সন্ধে, আর পারিনে!

সন্ধা ঃ পারিসনে হ্যা?, কিসির জন্যি — কিসির এতো বাধা?

মানিক ঃ জানিনে, মনে হয়, আমার দুইহাত পিছমোড়া বাঁধা, যে চোখ দিয়ে রাতি সোনদর খুয়াব দেখপো, সেই দুই চোখ কালা কাপুড়ি বাঁধা— আমি যিন ফাঁসির আসামী—

সন্ধা ঃ তুই—

মানিক ঃ তুই জানিসনে, তুই বুঝবুলয়, ফাঁসী লেওয়া মার প্যাটে যদি ছাওয়াল থাহে— সে ছাওয়াল ক্যাম্বা দম আটকে মরে— (যন্ত্রণায় গলা ধরে) আমার দম আটকে আসে, আমার চোখমুখ আঁধার হয়ে আসে- রাতদিন আমার সেই কষ্ট, আমার ভাল্লাগেনা, কিছুই ভাল্লাগেনা।

সন্ধা ঃ এত কষ্টেই যদি তুই থাকিস, তালি হুজুর বাবার দেওয়া কাম করবু ক্যাবা? তোর বাপের শিংয়ে তুই বাজাবের পারবুলয়।

মানিক ঃ কিজানি পারবো কি পারবো লয়! যেদিন হুজুর বাবা মোষির শিংডা আমার হাতে দিলে বুহির মধ্যি সুমুদদুর উথলে উঠলে— আমার বাজানের রক্ত— আমার কষ্টের উদ্দিশ খুঁজে পাইছি সন্ধে—

সন্ধা ঃ কি সিডা?

মানিক ঃ যুদ্ধ!

সন্ধা ঃ যুদ্ধ!

মানিক ঃ হয় হয় যুদ্ধ। কাজ্যা, মারমারি—জীবনের জন্যি মরনের সাথে লড়াই।

সন্ধা ঃ মানিকদা, চোহির স্বপ্ন যদি ঝড়ে ভাঙে যায়, কি লিয়ে বাঁচপো?

মানিক ঃ সেই ভয়েই তো দূরি থাহি।

সন্ধা ঃ যুদ্ধ লয়, তুই চুপ থাক-

মানিক ঃ চুপ থাকপো ক্যাবা! দৈনিক রাতি আমি খুয়াব দেহি— আমার শড়কি বাতাসে শনশনায়ে চলে—

সন্ধা ঃ ভালোবাসার মানুষ কাজ্যাৎ গেলি অভাগী নারীর শান্তি থাহেনা-

মানিক ঃ পুরুষির জীবনে কাজ্যা ছাড়া কিছুনাই— তোর ভালোবাসা শরীর বিছায়া লেব, কিন্তুক যুদ্ধের পর- (চলে যেতে উদ্যত)

সন্ধা ঃ পুরুষির জীবনে যুদ্ধ ছাড়া কিছু নাই? সুংসার নাই?

মানিক ঃ আছে, আমার মার সংসার যেবা ছিলে— যদ্দিন জীবন, চারদিক দুঃখু কষ্টের সাঁতার পানি- আমি চাইনে ওসব — (চলে যায়)

সন্ধা ঃ মানিকদা, মানিকদা — আমার জন্যি কিছু এটা দে— ছোট যে টুনী পক্ষি সেও তো ঘরের স্বপন দ্যাহে— (হতাশভাবে ফিরে আসে) হায়রে, ঘরের স্বপন দ্যাহেই আমার দিন যাবি- (বন্দুকের আওয়াজ আসে) বন্দুকির আওয়াজ! মা, এমা-মা- (গোলমালের আওয়াজ আসে চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্র ঃ কাজ্যা বাঁধে গেল- আবার যুদ্ধের ডাক-

সন্ধা ঃ কার যিন স্বপন ভাঙে যায়!

চন্দ্র ঃ কার যিন ঘর ভাঙে যায়-

সন্ধা ঃ কার যিন সব্বোনাশ হয়-

চন্দ্র ঃ মানষির জীবন লিয়ে খেলা কদ্দিন?

সন্ধা ঃ জানিনে-

চন্দ্র ঃ ফালাডা লিয়ায়, যাওয়া লাগে— যদি কাজ্যা হয়, কাতারে খাড়ানে লাগে-

সন্ধা ঃ মা-মারে, বোধ'য় স্বপন ভাঙে যায়-

চন্দ্র ঃ তাইতো কাতারে খাড়াবের চাই— যদি স্বপন ভাঙে যায়, চাইনে সে জীবন। তাড়াতাড়ি যা-ফালাডা লিয়ায়-(সন্ধা ভেতরে চলে যায়) সাধ হয়, বড় ইচ্ছে করে—আগুন জ্বলে উঠুক একবার জমিদার তালুকদারের ঘরে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়া যাক, ইটু তাহায়া তাহায়া দেহি- (কোলাহল শোনা যায়- কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করে। কোলাহল করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করে বেনু, ছরোন,হারান, বলাই, শমশের ও অন্যান্য)

বেনু ঃ এহন সারাবছর ক্যাম্বা চলবি?

বলাই ঃ হায় ভগবান, তুমি কি কিছুই দ্যাহনা?

চন্দ্র ঃ কি হয়ছে?

ছরোন ঃ জোর হরে ধান কাটে লিয়ে গেল!

শমশের ঃ তুমিই কও আল্লা, কোন দ্যাশে গেলি শান্তি পাওয়া যায়!

চন্দ্র ঃ ধান কাটে লিয়ে গেল?

শিবু ঃ বেনুদা!

বেনু ঃ আর কিছু ভাল্লাগেনা- ক' কি ক'বি!

শিবু ঃ কও কি করবো!

ছরোন ঃ আর কদ্দিন!

বেনু ঃ যদ্দিন জীবন আছে!

চন্দ্র ঃ হেহ্, যদ্দিন জীবন আছে— ইয়ের চায় মরা ভালো, মরব্যার পারলেনা?

গয়া ঃ বৌদি থামো!

চন্দ্র ঃ থামব কিরে! বছরের পর বছর, জীবনের পর জীবন মানষির জানমালের পর উৎপাত, আমরা যদি না খায়া মরি, তারা তো কোনদিন দ্যাখপ্যার আসেনা- আরো মরনের ফাঁদে ফেলায়া রক্তঘামের ফসল কাড়ে খায়। হালের বলদ, জমিজিরেৎ যায় তা'রে খাজনা চাঁদার দ্বিনায়- প্যাটের জ্বালা মিটেনের জন্যি মাও-বুনির ইজ্জৎ যায় শুয়েরের থাবায়— তুমরা যদি মিয়ে মানষির জানমাল রক্ষা করব্যার না পারো, যেদিক দুইচোখ যায় চলে যাও! ভাতের জন্যি বেশ্যে হলি ভাতারের অভাব নাই— (আপন দুঃখে ডুকরে কেঁদে ওঠে)

বেনু ঃ চন্দর তুই থাম!

চন্দ্র ঃ থামবো কিসির জন্যি?

শমশের ঃ বৌদি!

চন্দ্র ঃ চুপ মারে থাহো!

শিবু ঃ বৌদি!

চন্দ্র ঃ মাষ্টের, কি হরিছ্যাও সারা জীবনে, চুড়িপরে ভাত নাদার ঘরে যাও— হাসিমদ্দির রক্ত ছুঁয়ে যে কতা দিছিলে, কি হরিছ্যাও তার? রক্তের শাপ রক্ত দিয়ে মোছা লাগে, সেই পুরুষির রক্ত তুমারে মদ্দি নাই!

শিবু ঃ না, সব মনে আছে, তা'রে গরম রক্ত আমা'রে শরিলি দিনরাত টগবগায়ে ফেরে— ইবার শোধ চাই, হাসিমদ্দির রক্তের শোধ, গোপালের ফাঁসীর শোধ চাই— কিডা আছেও আমার সাথে!

মানিক ঃ আমি আছি, আমি শোধ চাই!

শিবু ঃ আর কিডা আছেও?

সমবেত ঃ আমরা আছি!

শিবু ঃ কোন নেমকহারাম, দালাল?

সমবেত ঃ নাই, নাই এদলে নাই।

শিবু ঃ কোন মওজন, জোদ্দার?

সমবেত ঃ নাই নাই, এদলে নাই।

শিবু ঃ মানিক!

মানিক ঃ আমি যাবো, আমি যাবোই, ভয় কিসির —ভালোভাবে বাঁচে থাহার জন্যি আমি যুদ্ধ চাই— আমার বাপের রক্তের ঋণ, আমার মা'র মরনের শোধ চাই- (তুফান এর প্রবেশ)

শমশের ঃ সব্বোনাশ হয়া গেছে হুজুর!

তুফান ঃ শুনিছি সবকতা —ও মাস্টের কিছু ভাবিছ্যাও?

শিবু ঃ ভাবিছি হুজুর — ইবার যুদ্ধ।

বেনু ঃ হয়, পথে পড়ে আর মরবের চাইনে — বাঁচার জন্যি ইবার যুদ্ধ চাই!

তুফান ঃ হয়, ইবার যুদ্ধ। শোন শোন তুমরা— কিষ্ণ গোবিন্দ রায়, দেবী সিং আর বিন্দেবন চৌদিরি সব একইজাতের গোক্ষুর— ইয়ের জন্যি মানুষ দরকার-

সমবেত ঃ মানুষ আছে!

তুফান ঃ মরনের ভয় নাইতো?

মানিক ঃ মরা মানষির আবার মরনের ভয়!

তুফান ঃ ঠিক বা'জান, মরা মানষির আবার মরনের ভয় কিসির?

শিবু ঃ তালি কি আমরা প্রস্তুত?

সমবেত ঃ প্রস্তুত!

বেনু ঃ পরিকল্পনা সারো— ধান যদি ঘরে না থাহে, মাহড়শার জালে আটকে পরা পুহার ল্যাহান মানষির মরন হয়— তাই আগে ধান চাই।

চন্দ্র ঃ মাঠের সব ধান কাটে আনো।

তুফান ঃ ঠিক, ঠিক বেটি, আগে ধান কাটে আনো — আগে খাবার, যুদ্ধ'র জন্যি খাবার দরকার।

শিবু ঃ আমা'রে এইসব কতা গোপন রাহা লাগবি, আজকেত্তিন লাঠি আর পলো আমা'রে সংঙ্গীর সাথী— দল বাঁধে বেড়ালি যাতে শত্রুররা ভাবে, আমরা মাছ মারার জন্যি যাচ্ছি।

তুফান ঃ ঠিক, ঠিক!

শিবু ঃ আমা'রে দলের নাম পলোনাথ কোম্পানি — সগল চাষা, মুজুর, জালে, কামার-কুমের এই কোম্পানির যোদ্ধা— রাজী?

সমবেত ঃ রাজী!

আ'লি- এলে, তা'লিতো- তাহলে তো, লা'ড়ে- নেড়ে, জুড়াই- জোড়া, হ্যানে- এখানে, কোনত্তিন- কোথা থেকে, পলা যায়- পালিয়ে যায়।

শিবু : না, সব মনে আছে, তা'রে গরম রক্ত আমা'রে শরিলি দিনরাত টগবগায়ে ফেরে— ইবার শোধ চাই, হাসিমদ্দির রক্তের শোধ, গোপালের ফাঁসীর শোধ চাই— কিডা আছেও আমার সাথে!

মানিক : আমি আছি, আমি শোধ চাই!

শিবু : আর কিডা আছেও?

সমবেত : আমরা আছি!

শিবু : কোন নেমকহারাম, দালাল?

সমবেত : নাই, নাই এদলে নাই।

শিবু : কোন মওজন, জোদ্দার?

সমবেত : নাই নাই, এদলে নাই।

শিবু : মানিক!

মানিক : আমি যাবো, আমি যাবোই, ভয় কিসির —ভালোভাবে বাঁচে থাহার জন্যি আমি যুদ্ধ চাই— আমার বাপের রক্তের ঋণ, আমার মা'র মরনের শোধ চাই- (তুফান এর প্রবেশ)

শমশের : সব্বোনাশ হয়া গেছে হুজুর!

তুফান : শুনিছি সবকতা —ও মাস্টের কিছু ভাবিছ্যাও?

শিবু : ভাবিছি হুজুর— ইবার যুদ্ধ।

বেনু : হয়, পথে পড়ে আর মরবের চাইনে— বাঁচার জন্যি ইবার যুদ্ধ চাই!

তুফান : হয়, ইবার যুদ্ধ। শোন শোন তুমরা— কিষ্ণ গোবিন্দ রায়, দেবী সিং আর বিন্দেবন চৌদিরি সব একইজাতের গোক্ষুর— ইয়ের জন্যি মানুষ দরকার-

সমবেত : মানুষ আছে!

তুফান : মরনের ভয় নাইতো?

মানিক : মরা মানষির আবার মরনের ভয়!

তুফান : ঠিক বা'জান, মরা মানষির আবার মরনের ভয় কিসির?

শিবু : তালি কি আমরা প্রস্তুত?

সমবেত : প্রস্তুত!

বেনু : পরিকল্পনা সারো— ধান যদি ঘরে না থাহে, মাহড়শার জালে আটকে পরা পুহার ল্যাহান মানষির মরন হয়— তাই আগে ধান চাই।

চন্দ্র : মাঠের সব ধান কাটে আনো।

তুফান : ঠিক, ঠিক বেটি, আগে ধান কাটে আনো — আগে খাবার, যুদ্ধ'র জন্যি খাবার দরকার।

শিবু : আমা'রে এইসব কতা গোপন রাহা লাগবি, আজকেত্তিন লাঠি আর পলো আমারে সঙ্গীর সাথী— দল বাঁধে বেড়ালি যাতে শত্রুররা ভাবে, আমরা মাছ মারার জন্যি যচ্ছি।

তুফান : ঠিক, ঠিক!

শিবু : আমা'রে দলের নাম পলোনাথ কোম্পানি — সগল চাষা, মুজুর, জালে, কামার-কুমের এই কোম্পানির যোদ্ধা— রাজী?

সমবেত : রাজী!

আ'লি- এলে, তা'লিতো- তাহলে তো, লা'ড়ে- নেড়ে, জুড়াই- জোড়া, হ্যানে- এখানে, কোনতিন- কোথা থেকে, পলা যায়- পালিয়ে যায়।

মানিক ঃ (শিঙে ফুঁ দেয়) হুজুর, মনের মদ্দি বটগাছের সুমান ভয়।

তুফান ঃ আরেকবার বাজা, খুব জোরে— আওয়াজ যিন চলে যায় পাথারের ওপার— ভয় কিসির আমিতো আছি— তোর হাতে টাটকা টুটা ভরা বন্দুক— ফুঁ দে শিঙেৎ। (মানিক শিঙে ফুঁ দেয়)

নেপথ্যে ঃ জা— গো— !

মানিক ঃ আওয়াজ! কোনতিন আসে?

তুফান ঃ পশ্চিমিতিন—আমারে মানুষ!

নেপথ্যে ঃ জা— গো— !

মানিক ঃ ডাক ভাঙে কিডা?

তুফান ঃ পূবদিকতিন— আমারে মানুষ!

নেপথ্যে ঃ জা— গো— !

মানিক ঃ দক্ষিনি আবার-

তুফান ঃ ভয় নাই, ভয় নাই — !

নেঃসমবেত ঃ আল্লা রসুল বলো লাইলাহা——— এল্লেল্লাহা——

মানিক ঃ আবার, আবার——

তুফান ঃ চারদিক আমারে মানুষ, দল বাঁধা চাষা — কান পা'তে শোন, শুনহ্যা পাতার উপ্যার পা-র শব্দ বাজে—

মানিক ঃ বুহির মদ্দি ঝড়ের যমুনা বয়—

তুফান ঃ ভয় কিসির— ঐ দ্যাখ মাস্টের (শিবুর প্রবেশ)

শিবু ঃ কি খবর হুজুর, বিপদের গন্ধ পাইছেন? (বেনু, চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

বেনু ঃ কি খবর, কি খবর? (অন্যান্যের প্রবেশ)

সমবেত ঃ কোন শত্তুর— কদ্দুর তারা— কোনদিক তারা?

তুফান ঃ শত্তুর লয়— কিন্তুক শত্তুরির ছোবলেত্তিন বাঁচার জন্যি জরুরী মিটিং-

সমবেত ঃ জরুরী মিটিং?

তুফান ঃ ও মাস্টের!

শিবু ঃ কন হুজুর!

তুফান ঃ মনকয়, শত্রুরা বড় ষড়যন্ত্র হরে— জংগলের মাহড়শার ল্যাহান খুব গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলে— কহন যিন কোন চাষা নিম্বোধ মাছির মতন আটকা পড়ে তাৎ—

ছরোন ঃ সাবধান!

সমবেত ঃ সাবধান, সাবধান!

বেনু ঃ চোক-কান খুলা রাহো!

সমবেত ঃ সাবধান, সাবধান!

শমশের ঃ টিপেটিপে পাও ফেলো!

সমবেত ঃ সাবধান, সাবধান!

তুফান ঃ শোন- শোন!

শিবু ঃ চুপচুপ-লক্‌করো- মিটিং শুরু- কন হুজুর--

তুফান ঃ পুর‍্যানা যুদ্ধর কতা শোন- নুরুদ্দিন, শমশের গাজী, তিতুমীর অসাবধানের জন্যি শ্যাষম্যাষ হারে গেছে— খুব সাবধানে কাম সারো- শিয়েলের চায় চালাক হয়্যা যাও— ভালো কথা, কোন খবর পাইছ্যাও?

শিবু ঃ সবযিন ঠান্টা মারয়া গেছে!

গয়া ঃ না, শ্যাষ সুংবাদ পাইছি দক্ষিন পাড়ার মোসলেমের কাছে।

বেনু ঃ কি সুংবাদ?

গয়া ঃ বিন্দেবন চৌদিরি সিরাজগঞ্জ গেছে।

ছরোন ঃ কহন?

গয়া ঃ বেলা চারডের দিক!

তুফান ঃ বোধয় পুলিশ আনব্যার চায়!

বেনু ঃ বোধ'য় তাই!

মানিক ঃ তালিতো মুশকিল!

তুফান ঃ মাতা টালা রাখ- যতো মুশকিল ততো আসান। ও বেনু ধান কোনে থুইছ্যাও?

বেনু ঃ আমার আর ছরোনের বাড়ীৎ।

তুফান ঃ মলন দিছ্যাও?

বেনু ঃ দেওয়া হয়ছে।

তুফান ঃ গাঁ-র সগল চাষা-মুজুরিক সুমান সুমান ভাগ করে দ্যাও।

বেনু ঃ ঠিকাছে হুজুর।

মানিক ঃ পুলিশ যদি ধরে লিয়ে যায়— যদি ফাঁসী হয়— যদি কালাপানি হয়!

তুফান ঃ ধুর বেটা, খালি বাঘ দেহেই মানুষ ডরায়না, মানুষ দেহেও বাঘ ডরায়। জমির ধান কাটার অধিকার কার— যে জমিদার, না যে নাঙল চালায় তার?

সমবেত ঃ যে নাঙল চালায় তার!

তুফান ঃ তালি কোন আল্লাদে তারা আসে— আমরা ধান চোর লয়, চোর বদমাশ তারাই— ও, মাষ্টের—তুমার কোম্পানি ঠিক আছে?

শিবু ঃ আছে হুজুর!

তুফান ঃ দ্যাহো, দালাল যিন পয়দা না হয়।

শিবু ঃ তুমরা খেয়াল রাখপে— আমা'রে এই পলোনাথ কোম্পানির মদ্যি, কেউ যাতে বিশ্বাসঘাতক না হয়। আমরা সগলে চাষা, মাটি আমা'রে মা— মাটির সাথে আমা'রে রক্তের সম্পর্ক। তাই দলের সাথে মীরজাফরী মানে মাটির সাথে মীরজাফরী--

ছরোন ঃ কোন দালালের সাথে আমা'রে আপোষ নাই। আমরা যদি দালাল মারে সাফ করবের পারি, তালি এই দ্যাশের মাটিৎ কোন শালা আর দালালী মারাব্যার পারবি লয় — শোন সব শালা দালালেক গাড়্যা ফ্যালান লাগবি।

মানিক ঃ দালালের সাথে আপোষ নাই।

সমবেত ঃ দালালের সাথে আপোষ নাই।

তুফান ঃ ঐ মিয়ারা— একসের দুধি একফুটা গো-চুনা প'লি কি হয়?

শমশের ঃ দুধ লটা যায় হুজুর, লষ্ট হয়া যায়।

তুফান ঃ দালালী ঐ একফুটা গো-চুনা-দালালী। কেউ যদি করে, তালি সগলেরই মরন— দালালেত্তিন সাবধান থাহো।

শিবু ঃ ভাবনাচিন্তা করে দ্যাহো ভাইসব, এই মাটি চাষ করে আমরা কি ভালো থাকপের পারিনে?

বলাই ঃ পারি, ভালোভাবে পারি।

শিবু ঃ একবার পাছ ফিরে জীবনের দিক তাহা দ্যাহো— ছোটকালে, পুষমাসের বিয়েন বেলা বাজানের কোলে কত আরাম ছিলে— তহন নাঙলের দামড়া ছিলে, দুধসাগর গাই ছিলে পুহুরি মাছের খলখলানি, উঠ্যানে হাঁসমুরগীর কেল্লাকুদু— মনে পড়ে--!

সমবেত ঃ সব মনে পড়ে, সবযিন ধুমের ওপার--

বেনু ঃ মনে করে দ্যাহো, যহন ছোট ছিলেম — মাঘের শ্যাষে সারাডা মাঠ যিন কাঁচা হলদির বন—কান পাতলি মধুমাছির পাহার শব্দ; দুইপর বেলা— মা ডাহে ক'তে, বাজান, সেই বিয়েনা তোর বাপ মাঠে গেছে, এহনো খায় নাই- ভাত দিয়ায়গা বাপ। গামছায় বাঁধা ভাত লিয়ে কত আনান্দে মাঠের দিক যাতেম। যহন বেলা ডুবুডুবু, বাজানের পাছপাছ ফিরে আসতেম— মনে পড়ে?

সমবেত ঃ সব মনে পড়ে—সবযিন ম্যাঘের ওপার---

ছরোন ঃ সেইকালে চোৎ মাসের কতা। পাথারে পানি নাই — খালি ঘাস আর ঘাস— বড় বিলির মদ্দি হাঁটু পানি — গোরুর পাল লিয়ে পাথারে যাতেম— বাঁও সোতের মদ্দি ধুলে ঘুরে ঘুরে উড়তে, মানষি কয়, উয়্যার মিদেন যে লড়ি দিব্যার পারে— তার কপাল খুলে যায়, সে রাজার রাজা হয়-- মনে আছে?

সমবেত ঃ মনে আছে, সব মনে আছে-

শমশের ঃ আরো মনে করে দ্যাহো, জমিদারের কাছে ক্যাম্বা দিনা হয়ে গেলেম— একদিন হাটে হাটে নয়নঢুলীর বাপ কি যিন কয়া গেল— তা শুনে বাড়ীৎ বাড়ীৎ কাঁদা-কাটি প'লে— কয়দিন পর দেখলেম, গোয়াল ঘর খালি—গোরু নাই, বিরান গুয়ালের খুঁটে ধরে মাও জন্নী কানতেছে— মটকার ধান গেল, হাঁসমুরগী গেল, সুনার বাড়ীঘর শ্মশীন হয়া গেল--

সমবেত ঃ সব মনে আছে, দুঃখির কতা সব আয়নার সুমান-

বেনু ঃ সেই বড় আহালের কতা?

চন্দ্র ঃ মনে আছে, মাও-বুনির অন্তরে কাঁটা হয়ে গাঁথা আছে-

শিবু ঃ ঐ পাথারের পাড়ে একদিন এক পোড়া কপালীর লাশ দেহিছিলেম-

সমবেত ঃ হয়, হয়, মনে পড়ে——

শিবু ঃ ন্যাংটা হয়া পড়ে লয়ছে, গায় কাপুড় নাই, খালি কয়হ্যান হাড়গোড়— কয়মুঠ চা'লের লোভ দ্যাহা, এই জানের লোভ দ্যাহা একপাল শুয়েব তার জান খায়া গেছে——

তুফান ঃ আ-হা-হা- জীবনের লোভ দ্যাহা জান কাড্যা লেছে— তুমার গজব ক্যা শালারে পর নাই আল্লা — তুমার গজবক্যা এই দ্যাশে নাই——

বন্দুকির মাছি- বন্দুকের টার্গেট পিন, শুনহ্যা- শুকনো, মাতা-টালা- মাথা ঠাণ্ডা, লড়ি- রাখালের লাঠি, কেল্লাকুদু- কোলাহল, বিয়েনা- বিহানে, সকালে।



৮

বিকেল। বিক্ষিপ্তভাবে সবাই বসে। তামাক আর গল্পের আসর।

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ!
গয়া ঃ পগারপার সব!
শমশের ঃ পাকড়াশীরা পলায়ছে!
সমবেত ঃ হৈ——
শমশের ঃ মজুমদাররা পলায়ছে!
সমবেত ঃ হৈ——
বলাই ঃ স্যান্নালরা পলায়ছে!
সমবেত ঃ হৈ——
বলাই ঃ ভাদুড়ীরা পলায়ছে!
সমবেত ঃ হৈ!
বেনু ঃ সব পলায়ছে নাহি?
শিবু ঃ সব, চৌদিরি মৌদিরি- সব পগারপার!
তুফান ঃ গেল কোনে?
ছরোন ঃ কেউ সিরাজগঞ্জ, কেউ পাবনায়!
গয়া ঃ পাবনা গেলি ভাবনা নাই!
শিবু ঃ এহন তারাশ সলপ, শাজাদপুরতিন, দুলাই তাঁতীবন্দ পর্যন্ত খালি আমা'রে মানুষ!
তুফান ঃ আমা'রে মানুষ———।
গয়া ঃ ইবার চাষার দিন, ইবার আমা'রে দিন
সমবেত ঃ হৈ!
শমশের ঃ মণ্ডজনপ'রে বাড়ী লুটপাট হরলেম- কেউ বাধা দিলে না।
বলাই ঃ জিনিষপাতি নিজির মনে হরে লিয়ে আ'লেম!
শমশের ঃ আমি হাতীর দাঁতের এটা চেরুনী পাইছি—এই দ্যাহো!
চন্দ্র ঃ দেহি, দেহি!

শমশের ঃ না থাক, তুমাক দেই — আর তুমি—

চন্দ্র ঃ লেবোননে, লেবোননে— যবর মাইলৎ পাইছ্যাও-

গয়া ঃ দ্যাহাওনা কিকামে-

শমশের ঃ এই দ্যাহো- (চন্দ্রমুখী দেখে ফেরৎ দেয়)

চন্দ্র ঃ জবর জিনিস লিয়াইছ্যাও-

বলাই ঃ আমিও এটা পাঞ্জাবি পাইছি — এ্যাহেবারে কোলকাতার আদ্দি, খালি....

ছরোন ঃ খালি কি?

বলাই ঃ কাঁধের কাছে ইটু ছেঁড়া, আর বগল ফাটা।

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বেনু ঃ ছেঁড়া ফাটাও বাদ রাহিস নাই!

শিবু ঃ শোন, ভাগ করে লিও।

শমশের ঃ আমা'রে নজিমদ্দি ক'লে ভোররাতি স্যান্নালরা বৌ'র হাত ধরে কানতি কানতি পলায়ছে আর বোধ'য় আসপি লয়।

তুফান ঃ আসপি, সেইজন্যি সাবধান।

বেনু ঃ উরা টেলার সায়েপেক বলে সব কতা জানায়ছে।

শমশের ঃ টেলার সায়েপ কিডা?

বেনু ঃ ম্যা'স্টের সায়েপ— সাদা চামড়ার মানুষ-

শমশের ঃ ও শালারা কি নুমা ছিঁড়বি, আমরা যদি এক থাহি-

শিবু ঃ তোমা'রে এটা কতা কয়া দেই— গতরাতি দৌলতপুরির ঈশান রায়, আর রুদ্রগাতি গিরামের গঙ্গাচরন আমার কাছে আইছিলো— আমা'রে কাজকম্মের বাহবা দিয়ে গেছ্ আর কয়া গেছে যতোরহম সাহায্য লাগে তারা দিবি।

বলাই ঃ আরে গঙ্গাচরনের ঘোড়ার বেগ বাতাসের চা'য় বেশী।

গয়া ঃ বাপের বেটা একখ্যান ঈশান রায়— তারা যদি সাথে থাহে—

শমশের ঃ লাগে কোন শালা!

শিবু ঃ তারা সগলেই আমা'রে সাথে আছে কিন্তুক বড় কতা হলো, আমরা যারা এই গিরামে আছি, আমা'রে এক থাকতি হবি-

তুফান ঃ আমরা এক থাকলি জগতের কোন শক্তি নাই, কোন শক্তি নাই আমা'রে হটা দেয়— উরা রাজশাইতিন পুলিশ আনতেছে, গোয়ালন্দতিন গোড়া সিপাই আনতেছে — তুমরা ক'ল সাবধান!

মানিক ঃ সিপাই আ'লি কি হবি?

তুফান ঃ যুদ্ধু— আসল যুদ্ধু— তিতুমীরের সাথে য্যাম্বা যুদ্ধু হইছিলো, য্যাম্বা যুদ্ধু হইছিলো শমশের গাজী আর নুরুদ্দিনের সাথে — সেইরহম কামান বন্দুক লিয়ে যুদ্ধু!

বলাই ঃ শুনিছি কামান দাগলি দালানকোঠা ধুলের সাথে মেশে-

শমশের ঃ উয়্যারে সগলের হাতেই বন্দুক?

মানিক ঃ তা'লিতো কাম সারেছে!

তুফান ঃ কিছু লয়— হাজী শরিয়ত উল্লার দোয়া আছে, শাহ মখদুমের দোয়া আছে— আরে সাওস আর বুদ্ধির কাছে ওসব কিছু লয়। ও মাস্টের, ও বেনু!

বেনু ঃ কন হুজুর!

তুফান ঃ মানষির দুঃশ্চিন্তা মনের বাঘ—রক্ত চুষে খায়। এইসব দুঃশ্চিন্তা মারার বুদ্ধি বার হরো— ওযে কয়না, বনের বাঘে খায়না, মনের বাঘে খায়!

শিবু ঃ কী হরা যায় আপনেই কন?

তুফান ঃ নবান্ন উচ্ছব হরো।

গয়া ঃ ডাটের কতা, সেদিন আমরা যাত্রা হরবো।

মানিক ঃ রাজী, রাজী!

বলাই ঃ কবে? দিন ধার্য্য হরেন, দুই-চার দিন মহড়া দিয়ে পরিস্কার হওয়া লাগে।

শিবু ঃ কবে দিন হরা যায় বেনুদা?

বেনু ঃ হুজুর আপনেই কন!

তুফান ঃ হরো, হরো আগামী পুন্নিমার রাতি।

শমশের ঃ কি খাবো সেদিন?

চন্দ্র ঃ তুমার খালি খাওয়ার কতা— প্যাটটা কতবড় হয়ছে দেহিছ্যাও?

শমশের ঃ দ্যাহো বৌদি, তুমরা খালি আমার প্যাটের দুন্নাম হরো, আমার প্যাটটাকি এতই বড়!

চন্দ্র ঃ গুড়ির কুলার মতন!

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ছরোন ঃ আমি এটা কতা জানি-

বলাই ঃ কি কতা বাই?

ছরোন ঃ না থাক, ক'লি আবার শমশের ক্ষেপে উঠপিনি।

শমশের ঃ কোন কতা ক'বের চাও?

ছরোন ঃ সেই চোহিদার--

শমশের ঃ ও হো- হো- হা-হা-হা- আমিই কই শোন তুমরা।

সমবেত ঃ কও, কও!

শমশের ঃ আমি একবার চোহিদারের খাতায় নাম ল্যাহাবের গিছিলেম-

গয়া ঃ তাই নেহি? তারপর?

শমশের ঃ তে বড়বাবু আমাক ক'লে 'তোর নাম কি?' আমি কাচুমাচু মার্যা ক'লেম — ছিযুক্তশমশের আলী পরামানিক--'তোর বাপের নাম?' ক'লেম— ছিযুক্ত মানছের আলী পরামানিক——

গয়া ঃ তারপর——

শমশের ঃ তারপর ক'লে কাছে আয়— গেলেম। কাঠের লাঠি দিয়ে প্যাটের পর এটা বুকচা মার্যা ক'লে— ঘুষ খাস না সুদ খাস? আমি ক'লেম — হুজুর আমার দিনই চলেনা--এটা ধমক মার্যা— ক'লে -- তোর প্যাটখ্যান এতোবড় হ্যা?

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ

শিবু ঃ তুমি কি ক'লে?

শমশের ঃ প্যাট লা'ড়ে ক'লেম — হুজুর আল্লা দেছে-

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ

বলাই ঃ তারপর চোহিদারী হরিছ্যাও?

শমশের ঃ আরে নাহে— চোহিদারী হরি আর মানষি আমাক ঘুষখোর ক'বিলয়? জানোনা, গরুর ঘাড়ে যদি পুহা পড়ে, ঘুষখোরের নাম কয়া ফুঁ দিলি — ঘিননায় পুহা পলায়

—উয়েই হরবো আমি— য্যাম্বা আছি এই বালো—

তুফান ঃ হয় মাটির কাছে থাকলি খাঁটি থাহা যায়!

ছরোন ঃ না না কতা গোপন হরে গেল!

শমশের ঃ দ্যাহো, তুমি সব তাতি বাড়াবাড়ি হরো-

বেনু ঃ কি আবার গোপন হরে গেল!

ছরোন ঃ ক'বেরই দেচ্ছনা—আচ্ছা থামে গেলেম-

শিবু ঃ থামবে ক্যা, কতা যহন ওঠেছে ক'বে সব খুলাসা—কোন কতা গোপন নাই-

শমশের ঃ আরে শিবুদা তুমি জানোনা —আর কোন কতা নাই-

ছরোন ঃ আছে, আছে-

শমশের ঃ না কয়!

চন্দ্র ঃ তুমি কওতো ছরোন বাই-

শমশের ঃ কি ক'বি?

বেনু ঃ শমশের থাম—ছরোন কও আর কি?

শমশের ঃ ঠিক আছে, কও— কয়া যদি ফুত্তি পাও!

বলাই ঃ কও, কও!

ছরোন ঃ চোহিদারগরে প্যাট বাঁধার পেটি থাহে-

সমবেত ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ কও—

ছরোন ঃ ঐ দুই পেটি জুড়াই দিলিও শমশেরের প্যাটে আমায়না, তাই বড়বাবু কইছিলে, শমশের, তোক চোহিদার বানালি বিটিশ সরকারের লুকসান হবি— তুই বাদ যা-

সমবেত ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ-

শমশের ঃ ও শালা এটা বুড়ে খচ্চর, বুড়ে হয়ে গেল তাও হিজের হলেনা!

ছরোন ঃ রাগো ক্যা, সবতো সত্যি কতা!

শমশের ঃ উঁহু, জবর সত্যি কতা কইছ্যাও!

চন্দ্র ঃ তুমারে ফালতু রঙরস বাদ দেও-

বেনু ঃ তালি কি চুপ করে বসে থাকপি?

চন্দ্র ঃ চুপ হরে বসে থাকপি হ্যা— ছরোনবাই পুথি পড়ো!

ছরোন ঃ এই দিনিরবেলায় কি পুথি পড়ার সুমায় —যদি জুসনা রাত হতে— তালি আর কওয়া লাগতেনা-

চন্দ্র ঃ কও, কও— তুমাক যদি এতো সাধা লাগে!

ছরোন ঃ বাপরে ঠ্যালা— তে লক করো, কতিছি- (সন্ধার প্রবেশ)

সন্ধা ঃ কাকা, মদিনাবিবির পুঁথি ——

ছরোন ঃ আচ্ছা-

তালাকানামা যখন পাইলো মদিনা সুন্দরী
হাসিয়া উড়াইলো কথা বিশ্বাস না করি ॥
আমার খসম না ছাড়িবে পরান থাকিতে
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে ॥

দুলাল তালাক দিবে, হেন নাহি লয় মনে
মদিনারে ভালোবাসে যেবা জানে পরানে ॥
মোরে ছাড়িয়া দুলাল, রহিতে না পারিবে
কতদিন পরে খসম নিশ্চয় আসিবে ॥
(আলো কমতে থাকে)
আজ আসে কাল আসে, এই সে ভাবিয়া
মদিনা সুন্দরী দিল কত নিশি গোঞাইয়া ॥
আজ বানায় তালের পিঠা, কাল বানায় খৈ
ছিকায় তুলিয়া রাখে গামছা বাঁধা দৈ ॥
শালিধানের চিড়া কত যতন করিয়া
হাড়িতে পুরিয়া রাখে, ছিকাতে ভরিয়া ॥
এইমত খাদ্য কত মদিনা বানায়
হায়রে পরানের খসম, ফিরিয়া না চায় ॥
মদিনা কয় আল্লা কি লেখছ কপালে
বনের পংখী হয়া যেন উড়িয়া গেল চলে ॥
(আলো নিভে যায়। থেমে যায় ছরোনের কণ্ঠ। সন্ধা ও মানিকের উপর আলো পড়ে— স্বপ্নাবিষ্ট)

সন্ধা ঃ মানিকদা!

মানিক ঃ উঁ-

সন্ধা ঃ আমার বড় কষ্ট মানিকদা!

মানিক ঃ আমার পরানের মদ্যি ভয়— ছিঁড়া কলা পাতার মতন বুহির মদ্যি কি যিন কাঁপে!

সন্ধা ঃ আর কতদিন, কতকাল মানিকদা, আমি যে আর পারিনে— দুই হাত বাড়ায়ে দে মানিকদা, আমি তোর হাত ধরি।

মানিক ঃ আমি অনেকদূর— অনেকদূর— মদ্যি খালি জ্বালা যন্তনা—

সন্ধা ঃ খালি তুই হাত বাড়া, আমি উড়ে আসি।

মানিক ঃ কত কলংকের কালি আমার গায়— আমার শরীল ছুলি তোর বন্ন কালা হবি!

সন্ধা ঃ ভালোবাসার মানষির ছোঁয়ায় যে কলংক হয়, সেতো অলংকার— আমি যে তাই চাই মানিকদা, তুই হাত বাড়া———

মানিক ঃ আমি পারিনে— আমি পারিনে— আমি পারিনে-

সন্ধা ঃ তালি কি আমার জীবন কষ্টে যাবি— আমার শরীল কি চিতের খড়ি হয়া সারাজীবন জ্বলবি?

মানিক ঃ আমার জীবন ঝড়ের মদ্যিকার বাত্তি, কহন যে দপ্‌করে নিভে যায়—

সন্ধা ঃ তুই এতো ভয় পাস ক্যা?

মানিক ঃ জানিনে, জানিনে-

সন্ধা ঃ জানিসন্যা ক্যা? আজ রাতি বাঁশী বাজাবু?

মানিক ঃ বাঁশী বাজাতি আমার ভাল্লাগেনা, মোষির শিং বাজালি আমার রক্ত লাচে-

সন্ধা ঃ আমার ভয় করে, স্বপন যদি ভাঙে যায়, মানিকদা তুই হাত বাড়া, হাত বাড়াদে

মানিকদা, আমি উড়ে আসি— দয়া কর, দয়া কর মানিকদা —
(আলো স্বাভাবিক হয়- পূর্বের পরিবেশ)

ছরোন ঃ মদিনা কান্দয় আল্লা, কি লেখছো কপালে
বনের পংখি হৈয়া যেন উড়িয়া গেল চলে ॥
পরানের পংখি আমার পরান লইয়া গেলা
পাষাণে বান্ধিয়া পরান রহিলাম একেলা ॥
লক্ষীনা আঘন মাসে ধানের দাওয়া মারি
খসম মোর আনধোন, আমি নাড়িচাড়ি ॥
দুইজনে বসিয়া পড়ে ধানে দেয় উনা
টাইল ভরে রাখি ধান, করে বেচাকেনা ॥
এহেন পরানের খসম এমন করিয়া
কোন পরানে রহিলে আজ আমারে ছাড়িয়া ॥



৯

শেষরাত——ভাঙা চাঁদ আকাশে মলিন হয়ে উঠেছে। মানিক বসে তাড়ি খাচ্ছে। তখন দূরের কোন হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে গাড়োয়ানরা, তাদের গাড়ী নিয়ে। মাটির পথে গাড়ীর শব্দ বেজে চলে একটানা। বিরহী এক গাড়োয়ানের ললিতসুর ভেসে আসে.........

যার নয়নে যারে লাগেরে ভালো ভবে
সেকি গো ভুলতে পারে তারে ॥
তৈমুর বাদশার বালিকা, নাম তাহার জুলেখা
স্বপনে পাইলো একদিন, ইছুব নবীরে ॥
ও সে ছিল কুমারী, হয়া গেল বুড়ি
তবু না ছাড়িলো ইছুব নবীরে ॥
পাগল চন্ডীদাসে, রজকিনী আছে
বারো বছর বাইলো বড়শী শুকনা পুকুরে ॥
ও সে ভাবের দরিয়ায়, প্রেমের ছিপ বানায়
মাছ ধরিল শেষে, রজকিনীরে—— ॥

(গাড়োয়ানের কণ্ঠ সুদূরে মিলিয়ে যায়। মানিক এক নাগাড়ে তাড়ি খেয়ে চলে। সন্ধা প্রবেশ করে)

সন্ধা ঃ মানিকদা!

মানিক ঃ কিডা? তুই! তুই এতোরাতি হ্যানে আইছিস হ্যা?

সন্ধা ঃ ঘুমাস নাই?

মানিক ঃ তুই এতোরাতি ক্যা?

সন্ধা ঃ আস্তে কতা ক'!

মানিক ঃ ডাহাতির গলা দিয়ে আস্তে কতা বাড়ায়না-

সন্ধা ঃ কেউ যদি শোনে?

মানিক ঃ কলংকের ভয়? পুরুষির কলংক! সেতো পচাপুহরি এক ডুব দিলিই ধুয়ে যায়। আর মিয়ে লোক, কলংকের ভয়ে ফাঁসী লেয়, বিষ খায়। আমার মা য্যাম্বা ফাঁসী লিয়ে ম'রে—— মরে ক্যা, মরে ক্যা শালিরা——

সন্ধা ঃ আমি শোত করতিছি—— তুই সারারাত ঘুমাস নাই?

মানিক ঃ ঘোম আসেনা, আমার ঘোম আসেনা— তুই যা, মানষি আবার কিছু ক'লি গলায় দড়ি লিবুনি, হা-হা-হা- এযে, যে শালা কিছু ক'বি, তার মুহি ঝাঁটার বাড়ি দিব্যার পারিসনে—

সন্ধা ঃ থাম। নিশা খায়ে বড় বড় ফুটিনি!

মানিক ঃ ক্যা, থামবিক্যা, রনখিল ভাঙে গেছে, গরুর গাড়ীর চাহার রনখিল ভাঙে গেছে, চাহা এহন এ্যালহাই ঘোরতেছে— এ্যালহাই ঘোরতেছে— হা-হা-হা-যা, চলে যা সামনেত্তিন—

সন্ধা ঃ কতা চাই, কতা চাই মানিকদা-

মানিক ঃ চলে যা, চলে যা সামনেত্তিন। নিশা খা'লি আমার চোখ দুডে বাজপক্কির চোখ হয়া যায়— দুই হাতের মদ্যি লিশিরপিশির করে ছোবল মারার জন্যি— যা! যাবু লয়? হে- হে- হে — মরা গরু পড়ে থাহে, সেই মরা যদি শগুনি কাড়্যা ছিঁড়ে খায়— পাপ নাই— পাপ নাই তাৎ- (ঝট করে হাত চেপে ধরে)

সন্ধা ঃ মানিকদা— (মানিক যেন সম্বিত ফিরে পায়, দ্রুত প্রস্থান করে) মানিকদা- তোর মনের যন্তনার ভাগ দে মানিকদা—
(প্রস্থান। তুফান মোয়াজ্জেনের কণ্ঠ আসে)

নেঃতুফান ঃ ও আল্লার পিয়ারা বান্দা জাগো, জাগোরে আল্লার পিয়ারা বান্দারা— নামাজ পড়ো, ফজরের অক্ত চলে যায়— ঐ বান্দা, ঐ মানুষ পরভাৎ হয়ে গেল— জাগো, জাগো!

গয়া ঃ বেনুদা- বেনুদা - বৌদি-

চন্দ্র ঃ কিরে - বেলা উঠে সুমুর পা'লেনা— (চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

গয়া ঃ খবর বোধয় ভালোলায় বৌদি- বেনুদা কি ঘোমেত্তিন ওঠেছে?

চন্দ্র ঃ ওঠে নাই তারা — তুই বয়, তামুক আনে দেই।

গয়া ঃ তামুক খাওয়ার সুমায় নাই- খবর দেওয়া লাগবি সব জাগায়, পয়লা তুমা বাড়ী আইছিতো হ্যানতিন মাষ্টেরদার বাড়ী যাবো- মারাত্মক খবর —

চন্দ্র ঃ তে আমার কাছেই ক'-

গয়া ঃ তুমার কাছে ক'য়ে লাভ নাই-

চন্দ্র ঃ ক্যা?

গয়া ঃ তুমি মিয়েলোক মানুষ, এখবর শুনে কি হরবে!

চন্দ্র ঃ মিয়েলোক কি পারেনা তোর মতন দুই চারডে মিনষের কল্লা উড়ে দিব্যার?

গয়া ঃ আর কেউ না পারলিও তুমি পারো, এ বিশ্বেস আমার আছে।

চন্দ্র ঃ তে ক' কি খবর লিয়াইছিস— (বেনুর প্রবেশ)

বেনু ঃ কি খবররে গয়া?

গয়া ঃ তুমার জন্যি খাড়া লইছি— কতা হলে বিন্দেবন চৌধুরি আর তালুকদার ফেরেছে।

বেনু ঃ কস কি! কার কাছে শুনলু?

চন্দ্র ঃ অস্তরপাতি ধার দ্যাও— (প্রস্থান)

বেনু ঃ কার কাছে শুনলু?

গয়া ঃ হুজুরির ডাহে ঘোম ভাঙে গেল। তে মনে হরলেম বাড়ীর পালান কুপাবো- মা চারডে শাগের বেছন জুগার হরেছে- বুনে দেওয়া লাগবি। সহালবেলাই নয়না ঢুলীর সাথে দ্যাহা ক'লেম, এ শালা দালাল, কোনে যাস? শালা সাপের ল্যাহান ফৌস করে উঠলে — ক'লে তোরে কত ত্যাল হয়ছে ইবার দ্যাখপোনে— কালরাতি বাবুরা

আয়ছে, পাবনা, সিরাজগঞ্জ আর রাজশাইতিন পুলিশ আসতেছে- আমি যাচ্ছি হীরেন সদ্দারেক খবর দিতি।

বেনু : তারপর?

গয়া : তারপর শালাক ডাক দিলেম, ক'লেম ইটু খাড়া— শালা ঘুড়ার মতো ঝাড়ে দোড়— ভাবলেম, খবরডা দেওয়া লাগে।

বেনু : ভালোই করিছিস- শিবু খবর পায়ছে?

গয়া : না, মনে হরলেম খবরডা তুমাক আগে দেই।

বেনু : তাড়াতাড়ি যায়া খবরডা দে।

গয়া : তালি যাই আমি.... (প্রস্থান)

বেনু : বিপদ ঘনায়া আসলি কি আর করি-সাঁতারের পর তো আর জল নাই—দ্যাহা যাক — চন্দর, চন্দর-

চন্দ্র : (নেপথ্যে) কি কও— (প্রবেশ) ডাহো ক্যা?

বেনু : যুদ্ধ আবার শুরু হয়া গেল-

চন্দ্র : বাঁচ্যা থাহার জন্যি যুদ্ধু ছাড়া কিছু নাই- কি আর করবে-

বেনু : তাই— যাগ্‌গে যা হয় হবি, হুকাডা লিয়ায়-

চন্দ্র : যাই— হ্যাঁগো মিয়েডার বিয়ের কতা কিছু ভাবো।

বেনু : সেইজন্য তুই মিয়েলোক- এহন জানই বাঁচে কি বাঁচেনা- (চন্দ্রমুখী ভেতর থেকে হুঁকা এনে দেয়)

চন্দ্র : ল্যাও ধরো!

বেনু : ইটু বয়, দুডে কতা কই-

চন্দ্র : কাম আছে আমার- (ভেতরে চলে যায়)

নেঃতুফান : ও আল্লার বান্দা, দুনিয়ার দিক চায়া দ্যাহেন, কেউ স্থায়ী নাই, চিরস্থায়ী নাই। ও অবোধ মানুষ, ঐযে নীলবন্ন আহাশ দ্যাহেন, আগুনির কুন্ডু সুয্য দ্যাহেন, সব একদিন আল্লার ডাকে সাড়া দিবি- থাকপি লয়, থাকপি লয় সব ফাননা হয়া যাবি। দুনিয়াডা কিছু লয় বাবারা, এলহা আইছেন, এলহা যাবেন- এজগতে কিসির এতো বড়াই, মানষিক ভালোবাসেন- অন্যায়ের সামনে খাড়ান, জেহাদ হরেন- আল্লার দুনিয়ায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যি জেহাদ হরেন— আর একবার বাঁশের কেল্লা বানান— শান্তি পাবেন— (মঞ্চে প্রবেশ করে) বেনু- ও বেনু!

বেনু : হুজুর বসেন, বসেন হুজুর-

তুফান : দুদুমিয়া নাইরে— মনডা আমার উতলে ওঠেছে— শুনে আ'লেম আমা'রে দরদী নেতা পীর দুদুমিয়া এন্তেকাল হরেছে—

বেনু : কন কি! ইটু ঠান্টা হয়া বসেন।

তুফান : মাও জননী কই- সগলেক ডাকদে বেটা —

বেনু : ক্যাম্বা হয়ে গেল সব—

তুফান : সুমায় নাই চাষা ভাইগরে জানায়ে দেওয়া লাগে!

বেনু : চন্দর, এ চন্দর-

তুফান : দ্যাশের মানুষ জাগেনা, হায়রে মনের সাধ মনে থাহে যায়, জান থাহে না, জীবন থাহেনা— হারে শালার পাগলের দ্যাশরে, হারে শালার কুম্ভকর্নের দ্যাশ (চন্দ্রমুখীর

প্রবেশ)

চন্দ্র ঃ বাবা আইছেন-

তুফান ঃ পীর দুদুমিয়ে নাই মা- আমা'রে ছাড়ে চলে গেছে- আমার দুদুভাই সারাজীবন চাষারে জন্যি জেল খাট্যা ম'লে— ওরে পাগলের দল কিচ্ছু বুঝলুন্যা-(মানিকের প্রবেশ)

মানিক ঃ হুজুর-

তুফান ঃ ডাকদে, গাঁর সগল মানষিক ডাকদে— (মানিকের প্রস্থান)

বেনু ঃ আমা'রে কতা জোর গলায় আর কিডা ক'বি!

তুফান ঃ শরিলীর রক্ত নিতায়া গেছে- দুদুভাই নাই আমিও নাই, সব টালা হয়া গেল— ইবার জীবনের সুয্য নিভে যাওয়াই ভালো বেটা- মনে বড় দুঃখু রয়ে গেল মানুষ জাগ্‌লেনা—

চন্দ্র ঃ মানুষ একদিন জাগবিই হুজুর- একদিন মানুষ সুমুদ্দুরির মতন গর্জে উঠপি, বোশেখী ঝড়ের মতন ক্ষেপে উঠপি, বানের ল্যাহান ছড়ায়া পড়বি-

তুফান ঃ না না বেটী সে মিত্যে স্বপন, সে মিত্যে স্বপন- এদ্যাশের মানুষ আর জাগেনা আর জাগেনা- (শিবু শমশের, বলাই, ছরোন প্রবেশ করে)

শিবু ঃ খারাপ সুংবাদ শুনলেম!

বেনু ঃ হয়, মানষির কপাল ভাঙেছে!

তুফান ঃ আইছ্যাও তুমরা!

ছরোন ঃ চুপচাপ থাহেন হুজুর— যার যাওয়ার সুমায় আসে, তাক তো আর বাঁধে রাহা যায় না!

তুফান ঃ কিডা আর আমা'রে আশাভরসা দিবি?

চন্দ্র ঃ পুড়া কপালের জাত আমরা!

শিবু ঃ পীর দুদুমিয়া নাই- কিন্তুক তার কতা লিয়ে আপনে তো আছেন!

তুফান ঃ সুমায় শ্যাষ হলি উপায় থাহেনারে- জীবনের পথ ক্রেমেই সরু হয়া গেছে- সরু পথে দেহ আটকে গেছে— আহারে, দেহডা যদি পিছন দিক ঘুরাবের পারতেম— আর একবার যৌবনের দিক ঘুরাব্যার পারতেম! (ছরোন কিছু দেখতে মনোযোগী হয়)

শমশের ঃ কি দ্যাহো?

ছরোন ঃ মানুষ আসতেছে-

চন্দ্র ঃ কিসির মানুষ-

বলাই ঃ কারা উরা? জমিদারের?

শমশের ঃ লাঠেল মাঠেল নাহি?

শিবু ঃ খাড়াও, খাড়াও —

তুফান ঃ অস্তর দ্যাও, অস্তর দ্যাও হাতে-

বেনু ঃ প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও-

সমবেত ঃ প্রস্তুত আছি!

তুফান ঃ শিবু—

শিবু ঃ কন হুজুর-

তুফান ঃ মোষির শিংডা বাজায়ে দেও—

ছরোন ঃ লাল পতাকা- হে- হে আমা'রে মানুষ-

শমশের ঃ আমা'রে মানুষ? (আল্লা রসুল বলো— ধ্বনি শোনা যায়)

ছরোন ঃ দ্যাহো কি কয়- (নেপথ্য থেকে কোলাহল আসে)

নেপথ্যে ঃ খাড়াও, খাড়াও হ্যানে-- (কয়েকজন কৃষক নেতা প্রবেশ করে)

১ম নেতা ঃ আমরা শুনিছি আপনেরে কতা, কৃষকমুজুর হয়া তাই চুপ থাকপের পারলেমনা- আপনেরে সাথে হাতে হাত মিলেনের জন্যি আইছি-

তুফান ঃ সুবাহানাল্লা- সুবাহানাল্লা- ওরে তুরা ধ্বনি দে, ধ্বনি দে--

ছরোন ঃ আল্লা রসুল বলো--- (সবাই সুর মেলায় তাতে)

তুফান ঃ আপনেরা কোনতিন আইছেন?

১ম নেতা ঃ আমরা স্থলচরেরতিন-

২য় নেতা ঃ আমরা সলপ্‌তিন আইছি

৩য় নেতা ঃ আমরা রুদ্রগাঁতি আর দৌলতপুরতিন আইছি—

তুফান ঃ আলহামদুলিল্লাহ— ও মাস্টের, ও বেনু— ইরা তুমারে ভাই— চাষী ভাই (মুখি চোঙ লাগায়ে) হুজুর, কব্বরের আঁধারেৎতিন চায়া দ্যাহেন, মানুষ খাড়ায়া আছে কাতারে কাতারে — ইবার জয়ের দিন, ইবার মুক্তির দিন — ও দ্যাশের মানুষ, চায়া দ্যাহো— জন্ননী কান্দে বিরান গুয়ালের খুঁটি ধরে, বাপ কান্দে খ্যাতের দিক চায়া — ঐ তুমরা জমিদার তালুকদার মারো, মওজন রক্তচুষা মারো— এদ্যাশ চাষাভুষের দ্যাশ হোক, এদ্যাশ কুলিমুজুরির দ্যাশ হোক .....

চন্দ্র ঃ বাবা, আপনের শরীল খারাপ—

তুফান ঃ থাম, কই আমার শরীল খারাপ। কতা ক'বের দে। তুমরা সগলে প্রস্তুত থাহো- শত্তুরির মনে গোক্ষুরির চালাকি— শরীল লুকায়ে ছোবল মারার পিতিক্ষায় আছে- সাবধান, সাবধান হও —

সমবেত ঃ সাবধান, সাবধান!

তুফান ঃ চোপ, চোপ, কতা ক'বের দ্যাও— আজ পুন্নিমার রাত, আর সগল চাষীভাইরাও উপস্থিত আজ রাতি নবান্ন উৎসব হোক— যুদ্ধর জন্যি আনন্দ দরকার—

ছরোন ঃ আপনেকি রাতি আসপেন্নে?

তুফান ঃ শরীল যদি ভালো থাহে- (মুখে চোঙ লাগায়ে) বাংলার খালবিলই সমুদ্দুর গর্জে উঠুক- আরেকবার নুহুনবীর বন্যা জাগে উঠুক — তুরা চিষ্টা হর, জমিদারের নাম মুছে দেওয়ার চিষ্টা হর— আবার যিন সেই দ্যাশ হয়, বাড়ীর পালানে লাল শাগের খ্যাত, পুহুরি রুপ চিতেলের ন্যাজের ধ্বনি- দুধসাগর গাই ডাকপি আনান্দে— গুলাভরা ধান বাঁচে থাহার আশ্বাস, মাও-বুনির সুংসার প্রজাপতি খেলা, প্রজাপতি খেলা-- ছুটে আয়- ছুটে আয় হাজার নুরুদ্দিন ছুটে আয় — হাজার শরিয়তউল্লাহ ছুটে আয়— হাজার দুদুমিয়া ছুটে আয়——

আমায়না- বেড় পায় না, কোনতিন- কোথা থেকে।



১০

রাত। নবান্ন উৎসবে কংসবধ পালা অভিনীত হচ্ছে। অভিনয়ের অবসরে ব্যঙ্গ নৃত্যগীত পরিবেশিত হচ্ছে।

গয়া ঃ হুঁকা হাতে শ্যাম লাফদ্যা আসে
দাঁড়ালে রাধার পাশে- ।
কোরাস ঃ হুঁকা হাতে—পাশে।
গয়া ঃ বলে-
কোরাস ঃ কি বলে?
গয়া ঃ ইকটু আগুন দ্যাওহ্যা রাধে—।
কোরাস ঃ একটু আগুন— রাধে।
গয়া ঃ ঐ যে দ্যাহা যায়—
কোরাস ঃ কি.কি দ্যাহা যায়?
গয়া ঃ কিষ্ণ হুঁকা খায়— ঐযে দ্যাহা যায়-
কোরাস ঃ কিষ্ণ— হুঁকা খায়-
গয়া ঃ ঐ যে দ্যাহা যায়-
কোরাস ঃ কি, কি দ্যাহা যায়?
গয়া ঃ চৌধিরি পলা যায়— ঐযে দ্যাহা যায়-
কোরাস ঃ চৌধিরি পলা যায়—
গয়া ঃ খ্যাতা বালিশ মাতায় লিয়ে, মহাজন পলা যায়-
কোরাস ঃ ঐযে দ্যাহা যায়-
গয়া ঃ তালুকদার জোদ্দার ঐযে পলা যায়—
কোরাস ঃ ঐযে পলা যায়—
গয়া ঃ চাষাভুষের ঠ্যালা দেহে—
কোরাস ঃ ঐযে পলা যায়, ঐযে পলা যায়, ঐযে পলা যায় — আহারে, আহারে, আহারে—
(নমস্কারান্তে সবাই বসে পড়ে। ঘন্টা বাজে, যাত্রার মিউজিক বেজে ওঠে। অক্রুরের ভূমিকায় দাঁড়ায় বলাই এবং কৃষ্ণের ভূমিকায় দাঁড়ায় মানিক।)

মানিক ঃ কিডা, কিডা ওহ্যানে?

বলাই ঃ আমি অক্রুর-

মানিক ঃ অক্রুর! কোনেহর অক্রুর? কি চাও হ্যানে?

বলাই ঃ আমি মহামতি রাজা কংসের দূত-

মানিক ঃ মহামতি কংস লয়, কও নির্ব্বোধ ঘৃণিত কংস-

বলাই ঃ আপনের কাছে নির্ব্বোধ হলিও, সে কি মহামতি-

মানিক ঃ চোপ, তার নাম জগতেত্তিন মুছে যাবে-

বলাই ঃ জগৎ জুড়ে যে ঘিন্নার পাত্তর সে কিন্তুক অমর-

মানিক ঃ এতো বুঝেও তুমি কংসের সামান্য দূত! কও কি কামে হ্যানে আইছ্যাও?

বলাই ঃ মহামতি কংস আপনেক স্মরণ হরেছে-

মানিক ঃ ক্যা, অভিসারে? আমিতো নারী লয়, আমিতো রমনী লয়-

বলাই ঃ চাহোর বাহোর অতো খোঁজ রাহেনা-

মানিক ঃ আমি পিথিবিৎ আইছি তাক বধ হরার জন্যি —

বলাই ঃ মহমতি কংস সেজন্যি প্রস্তুত আছে (প্রস্থানোদ্যত)

মানিক ঃ কোনে যাও?

বলাই ঃ সুংবাদ বাহকের কাম শ্যাষ -সুতরাং—

মানিক ঃ যাবের চাও- এইতো?

বলাই ঃ হয়-

মানিক ঃ যাবো কি-না শুনে গেলে না?

বলাই ঃ সিডা আপনের ইচ্ছে!

মানিক ঃ যাও, নির্ব্বোধ কংসক যায়া কওগা, তার মিত্যুর পরোয়ানা লিয়ে আমি আসতিছি —

বলাই ঃ আমিও আপনেক স্মরণ হরায়ে দিচ্ছি, মহামতি কংস সবকিছুর জন্যি প্রস্তুত লয়ছে- (বেগে প্রস্থান কর)

মানিক ঃ প্রস্তুত! হাঃ-হাঃ-হাঃ- আমরাও প্রস্তুত। সারাজীবন যারা যুদ্ধের সামনে খাড়ালয়ছে -তা'রে আর প্রস্তুতির জন্যি ঘটা হরালাগে না। শোন, শোন বিন্দেবনবাসী, কংসের মিত্যুর সুমায় ঘনায়া আয়ছে---। আমি জানি সে আমাক কি কামে স্মরণ হরেছে, জানি, জানি এ যুদ্ধের আওভান। নিপীড়িত মানষির জন্যি ইবার যুদ্ধ- মানষির অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ—

(মঞ্চে অন্ধকার হয় কিছুটা, দ্রুতলয়ে বাজনা বাজে। কংসের ভূমিকায় দাঁড়ায় শমশের)

মানিক ঃ দুর্মতে কংস, ক' আমাক কি কামে ডাহিছিস?

শমশের ঃ তোর কি মনে হয়!

মানিক ঃ নিশ্চয় অভিসারে লয়?

শমশের ঃ অভিসারে লয়- তোক হত্যা করার জন্যি ডাহিছি। দুনিয়াৎ একমাত্তর শত্তুর তুই— প্রস্তুত হ'!

মানিক ঃ অথচ, আমি শুধু তোক হত্যা করার জন্যিই জন্মিছি!

শমশের ঃ হো- হো- হা- হা- হা। রসনা সংযত কর, তোর কতা শুনে আমার রাজপুরীর

মিয়েলোকরা হাসপি--- এতোবড় কতা তুই ক'বের পারিস কোন সাহসে?

মানিক ঃ যুগযুগ ধরে জগতের মানষির পর যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা চালাইছিস্, সেই ঘিন্নায়- নিপীড়িত মানষির ভালোবাসায় —

শমশের ঃ নিপীড়িত মানষির ভালোবাসায়। ভুখানেংটি পরা- তারাও আবার মানুষ- তা'রে আবার ভালোবাসা— ফ্যালাদে তোর হাজারে গল্প— যুদ্ধুর জন্যি প্রস্তুত হ-

মানিক ঃ অত্যাচারী কংস হত্যার জন্যি সব সুমায় প্রস্তুত আছি-

শমশের ঃ শিকারীর শিকার করা অত্যাচার লয়, যে কয় সে মুখ্যু। থাক এ জ্ঞানের কতা- আয়, আয় এই মুহূর্তে তোর ভবলীলা সাংগ করে দেই-

(একে আপরের দিকে অগ্রসর হয় দূর থেকে ছরোন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে)

ছরোন ঃ বেনুদা-শিবুদা —

বেনু ঃ কি অয়ছে- কি অয়ছে?

ছরোন ঃ হুজুর আর নাই-

চন্দ্র ঃ কি অয়ছে- হুজুরির কি অয়ছে?

ছরোন ঃ হুজুরিক মার‍্যা ফেলায়ছে!

সমবেত ঃ মার‍্যা ফেলায়ছে?

শিবু ঃ কোনে, কোনে?

ছরোন ঃ কালি বাড়ীর বটতলায়- হীরেন সদ্দার দলবল লিয়ে আসতেছে- তুরা সগলে বাড়ায়ে পড়—

বেনু ঃ আগুন দ্যাহা যায়- দক্ষিন পাড়ায় আগুন জ্বলতেছে — হুজুর নাই— ঐ আর দেরী হরা যায় না— আজ শ্যাষদিন—

শিবু ঃ ভাইসব, আজ শ্যাষদিন—

বেনু ঃ কাতারে খাড়াও, কাতারে খাড়াও!

ছরোন ঃ আর দেরী হরা যায়না!

শিবু ঃ হয় জীবন, —

সমবেত ঃ লয় জীবনের জন্যি মরন!

শিবু ঃ মানিক শিঙাড়া বাজা- বাজা- আরো জোরে, আরো জোরে!

বেনু ঃ আরো জোরে, আরো জোরে— !

শিবু ঃ আওয়াজ যিন চলে যায় পাখারের ওপার-

চন্দ্র ঃ বিলের ওপার-

বেন ঃ গাঙের ওপার-

ছরোন ঃ সমুদ্দুরির ওপার-

বেনু ঃ হাসিমদ্দির সংকেত-

সমবেত ঃ যুদ্ধের সংকেত-

শিবু ঃ হয় জীবন-

সমবেত ঃ লয় জীবনের জন্যি মরন-

বেনু ঃ হাসিমদ্দির শিঙে বাজে—

সমবেত ঃ যুদ্ধের সংকেত—

বেনু ঃ তুফানের সংকেত-

সমবেত ঃ যুদ্ধের সংকেত—

শিবু ঃ ধ্বনি দ্যাও ধ্বনি দ্যাও-

ছবোন ঃ আল্লা আল্লা রসুল— (এক ঐকতানে সবার কণ্ঠমিশে যায়)

(আলোছায়ার পথ ধরে জোতদারদের লাঠিয়ালরা আসে, মঞ্চে যুদ্ধ চলে— জমিদার বাহিনীর লোকেরা হারিয়ে দেয় এই সব সহজ-সরল মানুষদের। সবাই মারা পড়ে, বেঁচে থাকে এক মাত্র সন্ধ্যা। গাদাগাদি লাশ আর রক্তের ভেতর থেকে সে উঠে বসে। গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে। এই বিশাল পৃথিবীতে তার কান্না ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। ❑